ভট্টের প্রসাদসেবা-দর্শনার্থ গোপীনাথকে অপেক্ষা-জন্য আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"গোপীনাথ, ইহাঞি রহিবা।
ইঁহো প্রসাদ পাইলে, বার্ত্তা আমাকে কহিবা ॥" ২৯৪ ॥

ভট্টের প্রসাদ-সেবন ঃ—

এত বলি' প্রভু গেলা ঈশ্বর-দরশনে।
ভট্ট স্নান-স্মরণ করি' করিলা ভোজনে ॥ ২৯৫ ॥

প্রভুর ঐকান্তিক ভক্ত মহাশান্ত-প্রকৃতি অমোঘ ঃ—

সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত 'একান্ত'।
প্রেমে নাচে, কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত ॥ ২৯৬ ॥

প্রভুর এইরূপ লীলা ঃ—

ঐছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে, শুনে, তাঁর বিস্ময় হয় মন ॥ ২৯৭ ॥

ভট্টগৃহে প্রভুর ভোজন ও ভট্টের প্রভুপ্রীতি ঃ—

ঐছে ভট্ট-গৃহে করে ভোজন-বিলাস।
তার মধ্যে নানা চিত্র-চরিত্র-প্রকাশ ॥ ২৯৮ ॥
সার্ব্বভৌম-ঘরে এই ভোজন-চরিত।
সার্ব্বভৌম-প্রেম যাঁহা হইলা বিদিত ॥ ২৯৯ ॥

ভট্টপত্নীর প্রভুপ্রীতি, ভক্তসম্বন্ধে অপরাধ-ক্ষমা ঃ—

যাঠীর মাতার প্রেম, আর প্রভুর প্রসাদ।
ভক্ত-সম্বন্ধে যাহা ক্ষমিল অপরাধ ॥ ৩০০ ॥

ভট্টগৃহে ভোজনলীলা-শ্রবণে চৈতন্য-লাভ ঃ—

শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাৎ পায় সে চৈতন্য-চরণ ॥ ৩০১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩০২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

সে-স্থলে অচ্যুতাত্মতার অভাবে নিশ্চয়ই (ভাঃ ১১।৫।৩)—"ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।" অর্থাৎ স্বস্থান হইতে ভ্রংশ বা অধঃপাত ঘটে।

২৯৪। ইঁহো—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

২৯৬। শাখা-নির্ণয়ামৃতে—"অমোঘপণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্মসাৎকৃতম্। প্রেমগদ্গদসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুলবিগ্রহম্।।"

৩০০। অমোঘ প্রভুর নিন্দা করায় অপরাধী হইয়াছিলেন। অপরাধফলে তাঁহার প্রাণান্তক বিসূচিকা-ব্যাধি হয়। ব্যাধিগ্রস্ত হইবার পর অমোঘ অপরাধ-প্রশমনের সুযোগ পান নাই। সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পত্নী প্রভুর নিতান্ত কৃপার পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে, প্রভু এই অপরাধী অমোঘের প্রতি দণ্ডবিধানের পরিবর্ত্তে তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌম-পত্নীর প্রগাঢ় ভক্তিসম্বন্ধ। লৌকিকদৃষ্টিতে অমোঘ সার্ব্বভৌমের সহিত পাল্য জামাতৃ-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ; সুতরাং তাহার অপরাধ ক্ষমা না করিলে তৎপালক ভট্টকেই গৌণভাবে দণ্ডবিধান করা হয়। এইজন্যই তাহাকে ক্ষমা করিয়া প্রভু স্বীয় ঐশ্বর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকাশ করিলেন।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইতে চাহিলে রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম অনেকপ্রকার বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। ক্রমে, গৌড়ীয়-ভক্তগণ তৃতীয় বৎসর নীলাচলে আসিলেন। এবার বৈষ্ণবদিগের গৃহিণীসকল শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য তাঁহার প্রিয় বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য বঙ্গদেশ হইতে আনিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিলে মহাপ্রভু মালা পাঠাইয়া তাঁহাদের সম্মান করিলেন। সে-বৎসরও গুণ্ডিচা-মন্দিরে প্রক্ষালনাদি-কার্য্য পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল। চাতুর্ম্মাস্য অতিবাহিত হইলে, ভক্তগণ দেশে চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রতিবৎসর নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিলেন। কুলীনগ্রামীর প্রশ্নমতে পুনরায় 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ বলিলেন। এ বৎসর বিদ্যানিধি নীলাচলে থাকিয়া 'ওড়নষষ্ঠী' দর্শন করিলেন। ভক্তগণ বিদায় লইলে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেন এবং বিজয়া দশমী-দিবসে প্রস্থান করিলেন। প্রতাপরুদ্র-রাজা মহাপ্রভুর গমনপথে অনেকপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিত্রোৎপলা-নদী পার হইলে রামানন্দ, মঙ্গরাজ (মরদরাজ?) ও হরিচন্দন মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। গদাধর-পণ্ডিতকে মহাপ্রভু নীলাচলে যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহা শুনিলেন না। কটক হইতে মহাপ্রভু

পণ্ডিত-গোস্বামীকে শপথ দিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে পাঠাইলেন এবং ভদ্রক হইতে রামানন্দকে বিদায় দিলেন। (অতঃপর) ওড্রদেশ-সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়া নৌকাযোগে যবনাধিকারীর সাহায্যে পাণিহাটি পর্য্যন্ত গেলেন। তদনন্তর প্রভু রাঘবপণ্ডিতের বাটী হইতে কুমারহট্ট হইয়া কুলিয়া-গ্রামে আসিয়া অনেকের অপরাধ ভঞ্জন করিলেন। তথা হইতে রামকেলিতে গিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে অঙ্গীকার করিলেন। রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক রঘুনাথদাসকে শিক্ষা দিয়া গৃহে পাঠাইলেন। পুনরায়, নীলাচলে আসিয়া প্রভু একক বৃন্দাবনে যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌড়ে গমন করিয়া লোকোদ্ধার-রত গৌরসুন্দর ঃ—

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-বীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর বৃন্দাবনগমনেচ্ছা ; রাজার বিষাদ ঃ—

প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন ॥ ৩ ॥

ভট্ট ও রায়কে ডাকিয়া প্রভুকে নিরস্ত করিতে প্রার্থনা ঃ—

সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, আনি' দুই জন।
দুঁহাকে কহেন রাজা বিনয়-বচন ॥ ৪ ॥

"নীলাদ্রি ছাড়ি' প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে ॥ ৫ ॥

তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোর নাহি ভায়।
গোসাঞি রাখিতে করহ নানা উপায় ॥" ৬ ॥

প্রভুর বৃন্দাবন-গমনার্থ রায় ও ভট্টসহ পরামর্শ ঃ—

রামানন্দ, সার্ব্বভৌম, দুইজনা-স্থানে।
তবে যুক্তি করে প্রভু,—'যাব বৃন্দাবনে' ॥ ৭ ॥

বিচ্ছেদ-ভয়ে উভয়ের প্রভুকে ভুলাইয়া নিরস্ত-করণ ঃ—

দুঁহে কহে,—"রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক আইলে, তবে করিহ গমন ॥" ৮ ॥

কার্ত্তিক আইলে কহে,—"এবে মহা-শীত।
দোলযাত্রা দেখি' যাও—এই ভাল রীত ॥" ৯ ॥

আজি-কালি করি' উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয় ॥ ১০ ॥

ভগবান্ স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তবশ ঃ—

যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু, নহে নিবারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা বিনা প্রভু না করে গমন ॥ ১১ ॥

৩য় বর্ষে গৌড়ীয়গণের প্রভু-দর্শনেচ্ছা ঃ—

তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন ॥ ১২ ॥

প্রবীণ অদ্বৈতাচার্য্য-সমীপে সকলের গমন ও অদ্বৈতের পুরী-যাত্রা ঃ—

সবে মেলি' গেলা অদ্বৈত-আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা উল্লাসে ॥ ১৩ ॥

প্রভুর নিষেধ-সত্ত্বেও প্রভু-প্রেমিক নিতাইর প্রভু-দর্শনার্থ পুরী-যাত্রা ঃ—

যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ॥ ১৪ ॥

তথাপি চলিলা মহাপ্রভুরে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম-চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥ ১৫ ॥

গৌড়ীয়গণের যাত্রা ঃ—

আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই।
বাসুদেব, মুরারি, গোবিন্দাদি তিন ভাই ॥ ১৬ ॥

পাণিহাটীর রাঘব, কুলীনগ্রামের সত্যরাজাদির গমন ঃ—

রাঘব-পণ্ডিত নিজ-ঝালি সাজাঞা।
কুলীন-গ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা ॥ ১৭ ॥

খণ্ড হইতে নরহরি প্রভৃতির যাত্রা ঃ—

খণ্ডবাসী নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
সর্ব্বভক্ত চলে, তার কে করে গণন ॥ ১৮ ॥

সকলের তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালক পথজ্ঞ শিবানন্দ ঃ—

শিবানন্দ-সেন করে ঘাটি সমাধান।
সবারে পালন করি' সুখে লঞা যান ॥ ১৯ ॥

সবার সর্ব্বকার্য্য করেন, দেন বাসা-স্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। গৌড়োদ্যানে স্বীয় দর্শনামৃত-সেচনদ্বারা গৌররূপ পর্জ্জন্য ভবাগ্নিদগ্ধ-লোকসঙ্ঘরূপ লতাকে জীবিত করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। গৌরমেঘঃ (শ্রীগৌরজলধরঃ) স্বালোকনামৃতৈঃ (নিজদর্শনসুধাভিঃ) গৌড়োদ্যানং (গৌড়দেশরূপম্ উদ্যানং) সিঞ্চন্ (বর্ষন্) ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-বীরুধঃ (সংসারদাব-বহ্নিনা দগ্ধাঃ যাঃ জনতাঃ লোকপুঞ্জাঃ তা এব বীরুধঃ লতাঃ তাঃ) সমজীবয়ৎ (জীবয়ামাস)।

১৯। ঘাটি-সমাধান—অর্থকৃচ্ছ্রতা-পূরণ, অথবা নির্দ্দিষ্ট পথ ও নদীঘাটের যাত্রিগণের প্রদেয় 'কর'-প্রদান।

প্রভুদর্শনে বৈষ্ণবগৃহিণীগণের গমন—

(১) অদ্বৈতপত্নীর যাত্রা ঃ—

সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী ।
চলিলা আচার্য্য-সঙ্গে অচ্যুত-জননী ॥ ২১ ॥

(২) শ্রীবাস-পত্নী এবং (৩) শিবানন্দ-পত্নীর যাত্রা ঃ—

শ্রীবাস-পণ্ডিত-সঙ্গে চলিলা মালিনী ।
শিবানন্দ-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ॥ ২২ ॥

শিবানন্দ-পুত্র চৈতন্যদাসের যাত্রা ঃ—

শিবানন্দের বালক, নাম—চৈতন্যদাস ।
তেঁহো চলিয়াছে প্রভুরে দেখিতে উল্লাস ॥ ২৩ ॥

(৪) চন্দ্রশেখর-পত্নীর যাত্রা ঃ—

আচার্য্যরত্ন-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ।
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি ॥ ২৪ ॥

প্রভু-সেবার্থে সঙ্গে প্রভুপ্রিয় দ্রব্যাদি-গ্রহণ ঃ—

সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে ।
প্রভুর নানা প্রিয় দ্রব্য নিল ঘর হৈতে ॥ ২৫ ॥

শিবানন্দের সর্ব্বকার্য্য-সম্পাদন ঃ—

শিবানন্দ-সেন করে সব সমাধান ।
ঘাটিয়াল প্রবোধি' দেন সবারে বাসা-স্থান ॥ ২৬ ॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে ।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দরশনে ॥ ২৭ ॥

রেমুণায় সকলের গোপীনাথ-দর্শন, মাধবপুরীর অনুসরণে অদ্বৈতের নৃত্যকীর্ত্তন ঃ—

রেমুণায় আসিয়া কৈল গোপীনাথ-দরশন ।
আচার্য্য করিল তাঁহা কীর্ত্তন, নর্ত্তন ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বপরিচয়হেতু সেবকগণের নিত্যানন্দকে অভিনন্দন ঃ—

নিত্যানন্দের পরিচয় সব লোক-সনে ।
বহুত সম্মান আসি' কৈল সেবকগণে ॥ ২৯ ॥

সকলের তথায় রাত্রিযাপন ও ক্ষীরপ্রসাদ-সম্মান ঃ—

সেই রাত্রি সব মহান্ত তাহাঞি রহিলা ।
বার ক্ষীর আনি' আগে সেবক ধরিলা ॥ ৩০ ॥
ক্ষীর বাঁটি' সবারে দিল প্রভু-নিত্যানন্দ ।
ক্ষীর-প্রসাদ পাঞা সবার বাড়িল আনন্দ ॥ ৩১ ॥

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক শ্রীপুরীর, গোপালের এবং গোপীনাথের আগমন-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

মাধবপুরীর কথা, গোপাল-স্থাপন ।
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্ব-যাত্রায় মহাপ্রভুর মুখে শুনিয়া বর্ণন, ভক্তগণের হর্ষ ঃ—

তাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল ।
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল ॥ ৩৩ ॥
সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ ।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥ ৩৪ ॥

সকলের কটকে আগমন, সাক্ষিগোপাল-দর্শন ও নিতাইর সাক্ষিগোপাল-কাহিনী-বর্ণন ঃ—

এইমত চলি' চলি' কটক আইলা ।
সাক্ষিগোপাল দেখি' সবে সে দিন রহিলা ॥ ৩৫ ॥
সাক্ষিগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ ।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥ ৩৬ ॥

প্রভুদর্শন-ব্যগ্র সকলেরই দ্রুতগতিতে পুরীতে আগমন ঃ—

প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তর ।
শীঘ্র করি' আইলা সবে শ্রীনীলাচল ॥ ৩৭ ॥

গৌড়ীয়-ভক্তগণের আঠারনালায় আগমন-সংবাদ-শ্রবণে ভক্তাভ্যর্থনার্থ প্রভুর গোবিন্দহস্তে মালা-প্রেরণ ঃ—

আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া ।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হস্ত দিয়া ॥ ৩৮ ॥

নিতাই ও অদ্বৈতের মালা পরিধান ঃ—

দুই মালা গোবিন্দ দুইজনে পরাইল ।
অদ্বৈত, অবধূত-গোসাঞি বড় সুখ পাইল ॥ ৩৯ ॥

তথা হইতেই সকলের গমনমুখে নৃত্য-কীর্ত্তনারম্ভ ঃ—

তাহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ।
নাচিতে নাচিতে চলি' আইলা দুইজন ॥ ৪০ ॥

অনুভাষ্য

২৬। ঘাটিয়াল—পথের পরিদর্শক ; ইহারা যাত্রিগণের নিকট অন্যায়পূর্ব্বক অবৈধভাবে অধিক অর্থ সংগ্রহ করে ; শিবানন্দ তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য দিয়া অধিক দাবী ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেন।

৩২-৩৪। মহাপ্রভুর মুখে—মহাপ্রভু পূর্ব্বে শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন (মধ্য ৪র্থ পঃ ১৮ সংখ্যা) ; শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে কিছুদিন থাকিয়া তিনি নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর-পণ্ডিত ও মুকুন্দের সহিত নীলাচল-পথে রেমুণায় আসিয়া তাঁহাদিগকে—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, বৃন্দাবনের গিরিধারী গোপাল ও রেমুণার ক্ষীরচোরা গোপীনাথের আখ্যান বর্ণন করিয়াছিলেন (মধ্য, ৪র্থ পঃ ১৯-১৯০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৩৬। সাক্ষিগোপালের কথা—মধ্য, ৫ম পঃ ৮।১৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৮। আঠারনালা—শ্রীপুরুষোত্তম-নগরের প্রান্তভাগে সেতু-বিশেষ।

স্বরূপাদিদ্বারে প্রভুর পুনঃ মালা-প্রেরণ ঃ—

পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণে ।
আগু বাড়ি' পাঠাইল শচীর নন্দনে ॥ ৪১ ॥

নরেন্দ্র-সরোবরে মিলিয়া সকলকে মালাপ্রদান ঃ—

নরেন্দ্র আসিয়া, তাঁহা সবারে মিলিলা ।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা ॥ ৪২ ॥

স্বয়ং সিংহদ্বারে আসিয়া সর্ব্বভক্তসহ প্রভুর মিলন ঃ—

সিংহদ্বার-নিকটে আইলা শুনি' গৌররায় ।
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায় ॥ ৪৩ ॥

জগন্নাথ-দর্শনান্তে সর্ব্বভক্তসহ গৃহে গমন ঃ—

সবা লঞা কৈল জগন্নাথ-দরশন ।
সবা লঞা আইলা পুনঃ আপন-ভবন ॥ ৪৪ ॥

সকলকে বাণীনাথ ও কাশীমিশ্র-আনীত প্রসাদ-প্রদান ঃ—

বাণীনাথ, কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল ।
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল ॥ ৪৫ ॥

প্রত্যেককে পূর্ব্ববর্ষের অধ্যুষিত বাসস্থানাদি প্রদান ঃ—

পূর্ব্ব-বৎসরে যাঁর যেই বাসা-স্থান ।
তাঁহা সবা পাঠাঞা করাইল বিশ্রাম ॥ ৪৬ ॥

ভক্তগণের প্রভুসহ পুরীতে চারিমাস অবস্থান ঃ—

এইমত ভক্তগণ রহিলা চারিমাস ।
প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ৪৭ ॥

রথযাত্রা-কালে সকলের গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ঃ—

পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা-কাল যবে আইল ।
সবা লঞা গুণ্ডিচা-মন্দির প্রক্ষালিল ॥ ৪৮ ॥

সত্যরাজাদির জগন্নাথকে প্রভুর আদিষ্ট পট্টডোরী-প্রদান ঃ—

কুলীনগ্রামী পট্টডোরী জগন্নাথে দিল ।
পূর্ব্ববৎ রথ-অগ্রে নর্ত্তন করিল ॥ ৪৯ ॥

রথাগ্রে নর্ত্তনান্তে সকলে উপবনে বিশ্রাম ঃ—

বহু নৃত্য করি' পুনঃ চলিল উদ্যানে ।
বাপী-তীরে তাঁহা যাই' করিল বিশ্রামে ॥ ৫০ ॥

রাঢ়ীয় বিপ্র কৃষ্ণদাসের প্রভুকে অভিষেক ও প্রভুর সুখ ঃ—

রাঢ়ী এক বিপ্র, তেঁহো—নিত্যানন্দ-দাস ।
মহা-ভাগ্যবান্ তেঁহো, নাম—কৃষ্ণদাস ॥ ৫১ ॥
ঘট ভরি' প্রভুর তেঁহো অভিষেক কৈল ।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্ত হৈল ॥ ৫২ ॥

সকলের বলগণ্ডি-ভোগের প্রসাদ-সম্মান ঃ—

বলগণ্ডি-ভোগের বহু প্রসাদ আইল ।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল ॥ ৫৩ ॥

সকলের হেরা-পঞ্চমী-যাত্রা-দর্শন ঃ—

পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন ।
হেরাপঞ্চমী-যাত্রা দেখে লঞা ভক্তগণ ॥ ৫৪ ॥

ঝড়বৃষ্টিমধ্যে প্রভুর একাকী অদ্বৈতগৃহে ভিক্ষা-গ্রহণ ঃ—

আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড়-বরিষণ ॥ ৫৫ ॥

চৈতন্যভাগবতে উহা বর্ণিত ঃ—

বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৫৬ ॥

মালিনীদেবীর প্রভু-সেবা ঃ—

প্রভুর প্রিয়-ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী ।
'ভক্ত্যে দাসী'-অভিমান, 'স্নেহেতে জননী' ॥ ৫৭ ॥

চন্দ্রশেখরের প্রভু-সেবা ঃ—

আচার্য্যরত্ন-আদি যত মুখ্য ভক্তগণ ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৫৮ ॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তে নিতাইসহ গোপনে যুক্তি ঃ—

চাতুর্ম্মাস্য-অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দে লঞা ।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া ॥ ৫৯ ॥

অদ্বৈতের রহস্যময়ী তর্জ্জা-পঠন ঃ—

আচার্য্য-গোসাঞি প্রভুকে কহে ঠারে-ঠোরে ।
আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে, কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ৬০ ॥

প্রভু তর্জ্জার বক্তব্য স্বীকার করায় অদ্বৈতের আনন্দ ঃ—

তাঁর মুখ দেখি' হাসে শচীর নন্দন ।
অঙ্গীকার জানি' আচার্য্য করেন নর্ত্তন ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। বাপী—ইঁদারা (?), জলাশয়।

৫৫-৫৬। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৮ম অঃ—একদিন শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে করিলেন,—'যদি অন্য কোন সন্ন্যাসী প্রভুর সঙ্গে না আইসেন, তবে প্রভুকে ভাল করিয়া খাওয়াইব।' অন্যান্য সন্ন্যাসিসকল মধ্যাহ্ন-ক্রিয়ায় বাহির হইয়াছেন, এমন সময় ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় তাঁহারা আসিতে না পারায়, প্রভু একক আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিলেন।

৬০। তর্জ্জা—পয়ারাদি ছন্দোময় কথা, যাহা অন্য লোকে সহজে বুঝিতে পারে না।

অনুভাষ্য

৫০। উদ্যানে—জগন্নাথবল্লভে ; বাপীতীরে—নরেন্দ্র-সরোবরতটে।

গৌর ও অদ্বৈতের পরস্পর সংলাপাদি—অন্যের অবোধ্য ;
প্রভুর অদ্বৈতকে বিদায় দান ঃ—

কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা—কেহ না বুঝিল ।
আলিঙ্গন করি' প্রভু তাঁরে বিদায় দিল ॥ ৬২ ॥

নিতাইকে প্রতি বর্ষে পুরীতে না আসিয়া গৌড়ে
নাম-প্রেম-প্রচারার্থ আদেশ ঃ—

নিত্যানন্দে কহে প্রভু,—"শুনহ শ্রীপাদ ।
এই আমি মাগি, তুমি করহ প্রসাদ ॥ ৬৩ ॥
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা ।
গৌড়ে রহি' মোর ইচ্ছা সফল করিবা ॥ ৬৪ ॥

নিতাইর দ্বারে প্রভুর দুষ্কর-কর্ম্ম-সম্পাদন ঃ—

তাঁহা সিদ্ধি করে—হেন অন্যে না দেখিয়ে ।
আমার 'দুষ্কর' কর্ম্ম, তোমা হৈতে হয়ে ॥" ৬৫ ॥

মহাপ্রভুর ভক্ত প্রভু-নিত্যানন্দ ঃ—

নিত্যানন্দ কহে,—"আমি 'দেহ', তুমি 'প্রাণ' ।
'দেহ' 'প্রাণ' ভিন্ন নহে,—এই ত' প্রমাণ ॥ ৬৬ ॥
অচিন্ত্যশক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন ।
যে করাহ, সেই করি, নাহিক নিয়ম ॥" ৬৭ ॥

নিতাই ও অন্যান্য সকল ভক্তকেই বিদায়-দান ঃ—

তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি' আলিঙ্গন ।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ ॥ ৬৮ ॥

সত্যরাজাদির পূর্ব্ববর্ষবৎ প্রভুকে স্বকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসা ঃ—

কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন ।
"প্রভু, আজ্ঞা কর,—কর্ত্তব্য আমার সাধন ॥" ৬৯ ॥

প্রভুর উত্তর ঃ—

প্রভু কহে,—"বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥" ৭০ ॥

সত্যরাজাদির প্রভুকে 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

তেঁহো কহে,—"কে বৈষ্ণব, কি তাঁর লক্ষণ?"
তবে হাসি' কহে প্রভু জানি' তাঁর মন ॥ ৭১ ॥

প্রভুর 'মধ্যম-বৈষ্ণব'-লক্ষণ-নির্দ্দেশ ঃ—

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে ।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥" ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তর্জ্জাদ্বারাই বা কি প্রার্থনা করিলেন এবং শ্রীশচীনন্দনের হাস্যেই বা কি অর্থ হইল,—তাহা আর কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

৬৪-৬৫। গৌড়দেশে মহাপ্রভুর অনুপস্থিতিতে শ্রীপ্রভু-নিত্যানন্দ বিনা আর কেহই আ-চণ্ডালে নাম-প্রেম-দানরূপ তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারেন না।

৬৬-৬৭। নিত্যানন্দ কহিলেন,—আমি 'দেহ', তুমি 'প্রাণ' ; এই দুইবস্তু কখনও পৃথক্ নয় ; তবে তুমি—নীলাচলে এবং আমি—গৌড়ে, এইরূপ যে পৃথক্ অবস্থান, সে কেবল তোমার অচিন্ত্যশক্তিতেই ঘটে।

অনুভাষ্য

৭২। যে-বৈষ্ণবের মুখে 'নিরন্তর' শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'কোমলশ্রদ্ধ সকৃৎকৃষ্ণনামোচ্চারণকারী কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ 'মধ্যম ভাগবত' বলিয়া জানিবে,—তাঁহার চরণ ভজন করিবে। শ্রীরূপগোস্বামী 'উপদেশামৃতে'—'প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্" অর্থাৎ মধ্যমাধিকারী ভাগবতের পরস্পরের প্রতি 'প্রণাম'রূপ ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। নিরন্তর,—'অন্তর' অর্থাৎ ব্যবধান যাহাতে নাই। অন্তর বা ব্যবধান—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্য-রূপ চেতন-বৃত্তিচালন-রাহিত্য অর্থাৎ জাড্য ; যথা শ্রীরূপপ্রভু (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ১ম লঃ)—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৯-৭৫। কুলীনগ্রামীর পূর্ব্ব-বৎসরের প্রশ্নোত্তর অর্থাৎ 'যাঁর মুখে একবার শুনি কৃষ্ণনাম' ইত্যাদি শুনিয়াও কুলীনগ্রামী এবার আবার সেই প্রশ্ন করিলে, প্রভু কহিলেন,—যাঁহার বদনে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনিতে পাও তাঁহাকে 'বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ' জানিয়া তাঁহার চরণ নিরন্তর ভজন কর। পরবর্ত্তিবর্ষে কুলীনগ্রামিগণ সেই একই প্রশ্ন করিলে, প্রভু-সেবার উত্তর করিলেন,—যাঁহাকে দর্শন করিবা-মাত্র দর্শকের মুখে কৃষ্ণনাম সহজে আইসে, তাঁহাকে তুমি

অনুভাষ্য

অথবা, 'অন্তর'-শব্দে—'দেহ' (ইন্দ্রিয়তৃপ্তি), 'দ্রবিণ' (অশুক্ল অর্থ-সংগ্রহচেষ্টা), 'জনতা' (অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ), 'লোভ' (জিহ্বা-লাম্পট্য বা লৌল্য) এবং পাষণ্ডতা (বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, পিত্তল প্রভৃতি 'ধাতু'-বুদ্ধি, গুরুতে 'মর্ত্ত্য'বুদ্ধি, বৈষ্ণবে 'জাতি' বা 'পার্থিব'-বুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদোদকে সামান্য 'জল'-বুদ্ধি, বিষ্ণুর নাম-মন্ত্রে বা বৈষ্ণবের সদ্‌গুরুদত্ত নামে 'জাগতিক শব্দ-সামান্য'বুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুতে বা বিষ্ণুপরতত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে এবং তাঁহাদের স্ব-স্ব-শক্তিবর্গকে অপর ত্রিগুণাশ্রিত দেবতাবৃন্দের সহিত সম-বুদ্ধি, ফলতঃ অনাত্মা বা অচিৎ-এর আশ্রয়ে অথবা অচিৎ হইতে আত্মা বা চেতনের উপলব্ধি-চেষ্টা, কিংবা অপ্রাকৃত বাস্তব-বস্তুকে প্রাকৃত, খণ্ড, ইন্দ্রিয়-পরিমেয় বস্তুর সমপর্য্যায়ে জ্ঞান ; অথবা, অপর কথায় বলিতে গেলে, দ্বৈতবুদ্ধিতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে 'অনাত্মীয়' বলিয়া জ্ঞান)—এই সমস্তই অপরাধের জনক। ভক্তিসন্দর্ভে

পরে পুনরায় তাঁহাদের 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ-জিজ্ঞাসায় প্রভুর উত্তর ঃ—

বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল ॥ ৭৩ ॥

প্রভুর 'উত্তমাধিকারী বা মহাভাগবত'-লক্ষণ-নির্দ্দেশ ঃ—

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান' ॥ ৭৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক ত্রিবিধ অধিকারে বৈষ্ণব-লক্ষণ-নির্দ্দেশ ঃ—

ক্রম করি' কহে প্রভু 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ।
'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর', আর 'বৈষ্ণবতম' ॥ ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'বৈষ্ণব-প্রধান' বলিয়া জানিবে। এই প্রকার তিন বৎসরে তিনপ্রকার উত্তর বিচার করিয়া দেখিলে প্রভুর বাক্যে, 'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' এবং 'বৈষ্ণবতম' এই তিনপ্রকার 'বৈষ্ণবে'র লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তিনপ্রকার বৈষ্ণবের সেবাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। প্রভুর কথার তাৎপর্য্য এই যে,—যাঁহারা কেবল বৈষ্ণবী-দীক্ষামাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ একবারও নিরপরাধে কৃষ্ণ-নাম করেন নাই, তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবসেবা প্রযোজ্য নয় ; কেবল 'সুহৃৎ', 'অতিথি' বলিয়া তাঁহাকে সম্মান করা আবশ্যক।

অনুভাষ্য

শ্রীজীবপ্রভুর উক্তি (২৬৫ সংখ্যায়)—"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতম্" ইত্যাদৌ দেহদ্রবিণাদি-নিমিত্তক-'পাষণ্ড'-শব্দেন চ দশ অপরাধা লক্ষ্যন্তে, পাষণ্ডময়ত্বাৎ তেষাম্।" (ভাঃ ১১।২।৪৬)—"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।" সনাতন-শিক্ষায় মধ্য ২২শ পঃ—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। 'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী।। শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্। 'মধ্যম অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান্।। রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্তিতরতম।" মধ্যম-ভাগবতের শ্রীনামে প্রীতি বর্দ্ধিত হওয়ায় শ্রীনামকে পরমপ্রীতির সহিত অনুক্ষণ কীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধন করিয়া ভগবানে 'প্রেম' স্থাপন করেন ; অপ্রাকৃত শ্রীনামে অনুক্ষণ প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিতে করিতে আপনাকে 'অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস' বলিয়া বুঝিতে পারেন। আবার, কখনও কখনও শ্রীনামে অপেক্ষাকৃত স্বল্পরুচি-বিশিষ্ট ভক্তকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া কৃপা করেন। শুদ্ধভক্তে ও ভগবানে সম্পূর্ণ প্রীতিরহিত বিদ্বেষিজনকে, 'কৃষ্ণের অপ্রাকৃত-স্বরূপানুভূতিরহিত আবৃত-চেতনবৃত্তি ও কেবল-প্রাকৃত' জানিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন। মধ্যম অধিকারী শুদ্ধভক্তির উপাদান বা উপকরণগুলিকেও 'অপ্রাকৃত' বলিয়া বুঝিতে পারেন।

৭৪। যে-বৈষ্ণবকে দেখিলে দ্রষ্টার মুখে কৃষ্ণনাম স্বভাবতঃই আসে তাঁহাকে স্বরূপসিদ্ধ 'মহাভাগবত' বলিয়া জানিবে। তিনি সম্পূর্ণ উদ্বুদ্ধ, উদ্দীপিত বা অনাবৃত-চেতনবৃত্তি-বিশিষ্ট বা কৃষ্ণের অবিমিশ্র শুদ্ধপ্রেমসেবা-নিরত হওয়ায় সর্ব্বদা জাগ্রদবস্থায় অবস্থান করেন। তিনি ভগবজ্জ্ঞানবিজ্ঞান-সমন্বিত হওয়ায় সর্ব্বত্র কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণদর্শনকারী ; তাঁহার শ্রীমুখেই শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনাম সুষ্ঠুভাবে অনুক্ষণ কীর্ত্তিত হইতে থাকেন। তিনি স্বয়ং দিব্যনেত্র-বিশিষ্ট বলিয়া কৃষ্ণবিস্মৃতি বা কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত অপর জীবের নিমীলিত অজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া অর্থাৎ জাড্য হইতে মুক্ত করিয়া দিব্যনেত্র প্রদানপূর্ব্বক চেতনবৃত্তি-বিশিষ্ট করাইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করিতে সমর্থ। "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে' এবং মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ২৭৯ সংখ্যা—"লোহাকে যাবৎ স্পর্শি' হেম নাহি করে। তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে।।" প্রভৃতি বাক্য ইঁহাদেরই সম্বন্ধে কথিত। শ্রীরূপ-গোস্বামী 'উপদেশামৃতে'—"শুশ্রূষয়া ভজন-বিজ্ঞমনন্যমন্য-নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিত-সঙ্গলব্ধ্যা।" প্রভুর শ্রীমুখ-কথিত "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের সম্পূর্ণ আচরণকারী এবং মধ্য ৯ম পঃ ৩৬-৩৭ সংখ্যানুসারে তিনি আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ বা 'মহাভাগবত'—তিনিই শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনকারী। অতএব তাদৃশ জড়ীয় উচ্চাবচ-দর্শন-রহিত বা অন্য-নিন্দাদিশূন্য-হৃদয় ব্যক্তির নিকটই 'মধ্যম ভাগবত' সর্ব্বদা শ্রবণেচ্ছু হইয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সেবা করিয়া সন্তোষ বিধান করিলেই অবশেষে

পুণ্ডরীক ব্যতীত আর সকলেরই গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে-বৎসর নীলাদ্রি রহিলা ॥ ৭৬ ॥

স্বরূপসহ পুণ্ডরীকের সখ্যভাব ঃ—

স্বরূপ-সহিত তাঁর হয় সখ্য-প্রীতি।
দুই-জনায় কৃষ্ণ-কথায় একত্রই স্থিতি ॥ ৭৭ ॥

প্রেমনিধির গদাধরকে পুনর্মন্ত্রদান ও 'ওড়ন-ষষ্ঠী' দর্শন ঃ—

গদাধর-পণ্ডিতে তেঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল।
ওড়ন-ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল ॥ ৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। বিদ্যানিধি—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

৭৮। ওড়নষষ্ঠী—শীতাগমের প্রথম ষষ্ঠীকে 'ওড়নষষ্ঠী' বলে। সেইদিন জগন্নাথের অঙ্গে শীতবস্ত্র অর্পিত হয়। সেই শীতবস্ত্র—'মাড়ুয়া'-বসন অর্থাৎ তন্তুবায়ের মাড়যুক্ত অধৌত বসন। দেবতাকে 'মাড়ুয়া' বসন দেওয়ায় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সে সম্বন্ধে একটু 'খুঁটিনাটী' প্রকাশপূর্ব্বক উৎকলভক্তদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ ঘৃণা প্রকাশ করায়, তাহার উপযুক্ত ফল লাভ করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

পুণ্ডরীক ও জগন্নাথের মণ্ডময় বসনঘটিত বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

জগন্নাথ পরে তথা 'মাড়ুয়া' বসন।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন ॥ ৭৯ ॥
সেই রাত্র্যে জগন্নাথ-বলাই আসিয়া।
দুই-ভাই চড়া'ন তাঁরে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৮০ ॥

চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত ঃ—

গাল ফুলিল, আচার্য্য অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন-দাস ॥ ৮১ ॥

প্রতিবর্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমন ও দর্শনাদি ঃ—

এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু-সঙ্গে রহি' করে যাত্রা-দরশন ॥ ৮২ ॥

তন্মধ্যে গ্রন্থকারের বিশেষ বিশেষ ঘটনা-বর্ণনে প্রতিজ্ঞা ঃ—

তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া তাহা শেষ করিব নিঃশেষ ॥ ৮৩ ॥

ভক্তসঙ্গে ৪ বৎসর নীলাচল-লীলা, ২ বৎসর দক্ষিণ-যাতায়াত ঃ—

এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল ॥ ৮৪ ॥

বৃন্দাবনে যাইতে প্রভুর দুই বৎসর যাবৎ ইচ্ছা,
কিন্তু রায়ের চেষ্টায় নিরস্ত ঃ—

আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ-হঠে প্রভু না পরে চলিতে ॥ ৮৫ ॥

৫ম বৎসরে গৌড়ীয়-ভক্তগণের রথদর্শনান্তে
গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি' না রহিলা, গৌড়েরে চলিলা ॥ ৮৬ ॥

ভট্ট ও রায়-সমীপে প্রভুর গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন-
গমনে সম্মতি-প্রার্থনা ঃ—

তবে প্রভু সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্থানে।
আলিঙ্গন করি' কহে মধুর-বচনে ॥ ৮৭ ॥

"বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈলুঁ গমন ॥ ৮৮ ॥
অবশ্য চলিব, দুঁহে করহ সম্মতি।
তোমা-দুঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি ॥ ৮৯ ॥

গৌড়দেশে প্রভুর পূজ্যবস্তুদ্বয়—(১) শচীদেবী ও
(২) গঙ্গাদেবী ঃ—

গৌড়-দেশে হয় মোর 'দুই সমাশ্রয়'।
'জননী' 'জাহ্নবী',—এই দুই দয়াময় ॥ ৯০ ॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তাঁ-সবা দেখিয়া।
তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ' পরসন্ন হঞা ॥" ৯১ ॥

ভট্ট ও রায়ের সম্মতি, কিন্তু বর্ষাহেতু বিজয়া-দশমী
পর্য্যন্ত অপেক্ষার্থ অনুরোধ ঃ—

শুনিয়া প্রভুর বাণী মনে বিচারয়।
প্রভু-সনে অতি হঠ কভু ভাল নয় ॥ ৯২ ॥
দুঁহে কহে,—"এবে বর্ষা, চলিতে নারিবা।
বিজয়া-দশমী আইলে, অবশ্য চলিবা ॥" ৯৩ ॥

প্রভুর বর্ষা-যাপন ও বিজয়া-দশমী-দিবসে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া-দশমী-দিনে করিল পয়ান ॥ ৯৪ ॥

সঙ্গে জগন্নাথের প্রসাদাদি গ্রহণ ঃ—

জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাঞাছিল।
কড়ার চন্দন, ডোর, সব সঙ্গে লৈল ॥ ৯৫ ॥

প্রভাতে যাত্রা, পুরীবাসি-ভক্তগণের প্রভুকে অনুসরণ ঃ—

জগন্নাথে আজ্ঞা মাগি' প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া-ভক্তগণ সঙ্গে পাছে চলি' আইলা ॥ ৯৬ ॥

পুরীবাসি-ভক্তগণকে নিবারণান্তে সঙ্গি-ভক্তগণসহ
ভবানীপুরে গমন ঃ—

উড়িয়া-ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা।
নিজগণ-সঙ্গে প্রভু 'ভবানীপুর' আইলা ॥ ৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮১। চৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে, ১০ম ও ১১শ অঃ দ্রষ্টব্য।

৯৭। ভবানীপুর—জান্‌কাদেইপুর অর্থাৎ জানকীদেবীপুরের অগ্রে 'ভবানীপুর'।

অনুভাষ্য

তৎকৃপা-প্রভাবে সেই মধ্যমাধিকারীই 'উত্তমাধিকারী' হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন। ভাঃ ১১।২।৪৫—"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।" 'সনাতন-শিক্ষা'য় মধ্য ২২ পঃ—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। 'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী।। শাস্ত্র-যুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। 'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয়ে সংসার।।" 'ভগবান্', 'ভক্তি' ও 'ভক্ত'—এই ত্রিবিধ

বস্তুতে মহাভাগবতের অপ্রাকৃত অসঙ্কুচিত প্রেমময়ী দৃষ্টি ; তদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন দর্শন নাই—"সবে কৃষ্ণ ভজে,—এই মাত্র জানে"। সুতরাং তিনি কৃষ্ণেরই স্বাঙ্গীকৃত বস্তু।

৭৮। চৈতন্যভাগবেত অন্ত্য একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮০-৮১। বলাই—শ্রীবলরাম ; আচার্য্য—আচার্য্যনিধি।

৮৫। হঠ—বল-প্রয়োগ ; প্রসভ।

৯৪। পয়ান—প্রয়াণ ; যাত্রা ।

রায়ের পশ্চাদাগমন, বাণীনাথের প্রসাদ-প্রেরণ ঃ—

রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাঞা ॥ ৯৮ ॥

তথায় রাত্রি-যাপন, প্রাতে ভুবনেশ্বরে আগমন ঃ—

প্রসাদ ভোজন করি' তথায় রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি' প্রভু 'ভুবনেশ্বর' আইলা ॥ ৯৯ ॥

তথা হইতে কটকে আসিয়া সাক্ষিগোপাল-দর্শন ঃ—

'কটকে' আসিয়া কৈল 'গোপাল' দরশন।
স্বপ্নেশ্বর-বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১০০ ॥

প্রভুর ভক্তগণকে রায়ের নিমন্ত্রণ, উপবনে প্রভুর স্থান ঃ—

রামানন্দ-রায় সব-গণে নিমন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি' প্রভু বাসা কৈল ॥ ১০১ ॥

বৃক্ষতলে প্রভুর বিশ্রামকালে প্রতাপরুদ্রকে রায়ের সংবাদ-দান ঃ—

ভিক্ষা করি' বকুলতলে করিলা বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র-ঠাঞি রায় করিল পয়ান ॥ ১০২ ॥

রাজার তৎক্ষণাৎ আগমন এবং প্রভুকে প্রণাম ও স্তুতি ঃ—

শুনি' আনন্দিত রাজা অতিশীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি' দণ্ডবৎ ভূমেতে পড়িলা ॥ ১০৩ ॥
পুনঃ উঠে, পুনঃ পড়ে প্রণয়-বিহ্বল।
স্তুতি করে, পুলকাঙ্গে পড়ে অশ্রুজল ॥ ১০৪ ॥

রাজার শুদ্ধভক্তিদর্শনে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

তাঁর ভক্তি দেখি' প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি' মহাপ্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১০৫ ॥
পুনঃ স্তুতি করি' রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভু-কৃপা-অশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান ॥ ১০৬ ॥

রায়ের রাজাকে প্রবোধ-দান, প্রভুর অ-মায়ায় তাঁহাকে কৃপা ঃ—

সুস্থ করি, রামানন্দ রাজারে বসাইলা।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা ॥ ১০৭ ॥

তদবধি প্রভুর নাম—"প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা" ঃ—

ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌররায়।
"প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা" নাম হৈল যায় ॥ ১০৮ ॥

পরিকরগণের প্রভু-বন্দন, রাজার প্রভুসমীপে বিদায়-গ্রহণ ঃ—

রাজ-পাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিলা শচীর নন্দন ॥ ১০৯ ॥

নিজরাজ্যে রাজার ঘোষণা-পত্র-প্রচার ঃ—

বাহিরে আসি' রাজা আজ্ঞা-পত্র লেখাইল।
নিজ-রাজ্যে যত 'বিষয়ী', তাহারে পাঠাইল ॥ ১১০ ॥
'গ্রামে-গ্রামে' নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ-সাত গৃহ সব সামগ্র্যে ভরিবা ॥ ১১১ ॥
আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা।
রাত্রি-দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা ॥" ১১২ ॥

দুই মহাপাত্রকে আদেশ ঃ—

দুই মহাপাত্র,—'হরিচন্দন', 'মঙ্গরাজ' (?)।
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা—"করিহ সর্ব্ব কায ॥ ১১৩ ॥
এক নব্য-নৌকা আনি' রাখহ নদীতীরে।
যাঁহা স্নান করি' প্রভু যান নদী-পারে ॥ ১১৪ ॥

রাজার গভীর গৌরপ্রেম ঃ—

তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর 'মহাতীর্থ' করি'।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি ॥ ১১৫ ॥

রামানন্দকে প্রভু-সমীপে যাইতে অনুরোধ ঃ—

চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস।
রামানন্দ, যাহ তুমি মহাপ্রভু-পাশ ॥" ১১৬ ॥

সন্ধ্যায় স্ত্রীগণের প্রভুর গমন-দর্শন ঃ—

সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু,—নৃপতি শুনিল।
হস্তী-উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণে চড়াইল ॥ ১১৭ ॥

সন্ধ্যায় প্রভুর কটক হইতে যাত্রা ঃ—

প্রভুর চলিবার পথে রহে সারি হঞা।
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ১১৮ ॥

মহানদীতে স্নান, রাণীগণের প্রণাম ঃ—

'চিত্রোৎপলা-নদী' আসি' ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষীসকল দেখে করয়ে প্রণাম ॥ ১১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। বিষয়ী—যে রাজকর্ম্মচারী গ্রামের তহশীল আদায় করে।

১১৬। চতুর্দ্বার—কটক হইতে মহানদী পার হইয়া চতুর্দ্বার-গ্রামে যাওয়া যায় ; তাহাকেই সাধারণতঃ 'চৌদার' বলে।

১১৯। চিত্রোৎপলা-নদী—কটক হইতে যে-স্থানে মহানদীকে পাওয়া যায়, তাহাকে 'চিত্রোৎপলা-নদী' বলে। উৎকল-পণ্ডিতগণ কোন তন্ত্র হইতে এই কথাটি বলিয়া থাকেন,—'কলৌ চিত্রোৎপলা গঙ্গা।'

অনুভাষ্য

৯৫। কড়ার—পিঙ্গলবর্ণ, প্রলেপ (?) ; ডোর—রজ্জু।

১০৬। স্নান—স্নাত।

১০৮। যায়—যাহাতে, যে জন্য।

১১৩। মঙ্গরাজ—'মরদরাজ' (?)।

প্রভুদর্শনে সকলের ভাবাবেশ ঃ—

প্রভুর দরশনে সবে হৈল প্রেমময় ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে, নেত্রে অশ্রু বরিষয় ॥ ১২০ ॥

অদ্ভুত করুণা-বিগ্রহ ঃ—

এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে ।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে ॥ ১২১ ॥

নদী অতিক্রমণান্তে চতুর্দ্বারে আসিয়া প্রত্যহ পড়িছা-প্রেরিত জগন্নাথের প্রসাদ-সেবন ঃ—

নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈল নদী পার ।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্র্যে চলি' আইলা চতুর্দ্বার ॥ ১২২ ॥
রাত্র্যে তথা রহি' প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল ।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল ॥ ১২৩ ॥
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা পাঠায় দিনে-দিনে ।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহু-জনে ॥ ১২৪ ॥
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি' ।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি' 'হরি' 'হরি' ॥ ১২৫ ॥

সঙ্গে রায়প্রমুখ তিনজন রাজকর্ম্মচারী ঃ—

রামানন্দ, মঙ্গরাজ (?) , শ্রীহরিচন্দন ।
সঙ্গে সেবা করি' চলে এই তিন জন ॥ ১২৬ ॥

প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার প্রধান সঙ্গিগণ ঃ—

প্রভুসঙ্গে পুরী-গোসাঞি, স্বরূপ-দামোদর ।
জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥ ১২৭ ॥
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ।
গোপীনাথাচার্য্য, আর পণ্ডিত-দামোদর ॥ ১২৮ ॥
রামাই, নন্দাই আর বহু ভক্তগণ ।
প্রধান কহিলুঁ, সবার কে করে গণন ॥ ১২৯ ॥

তিলার্দ্ধ প্রভুবিচ্ছেদ-কাতর গদাধরের অতুলনীয় গৌরপ্রেম ঃ—

গদাধর-পণ্ডিত তবে সঙ্গেতে চলিলা ।
'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িহ'—প্রভু নিষেধিলা ॥ ১৩০ ॥

প্রভুর সঙ্গলোভে ধামবাসরূপ ক্ষেত্রসন্ন্যাস-ত্যাগেও পণ্ডিত অবিচলিত ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"যাঁহা তুমি, সেই নীলাচল ।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥" ১৩১ ॥

প্রভুসঙ্গ-লোভে সেবা-পরিত্যাগ ও সেবা-প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘনেও পণ্ডিত অবিচলিত ঃ—

প্রভু কহে,—"ইঁহা কর গোপীনাথ-সেবন ।"
পণ্ডিত কহে,—"কোটি-সেবা ত্বৎপাদ-দর্শন ॥"১৩২॥

নিজ ভাবি কলঙ্কাশঙ্কা দেখাইয়া প্রভুর পুরী হইতেই পণ্ডিতকে তৎপশ্চাদনুসরণে নিবারণ ঃ—

প্রভু কহে,—"সেবা ছাড়িবে, আমায় লাগে দোষ ।
ইঁহা রহি' সেবা কর,—আমার সন্তোষ ॥" ১৩৩ ॥

গদাধরের অভিমান ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"সব দোষ আমার উপর ।
তোমা-সঙ্গে না যাইব, যাইব একেশ্বর ॥ ১৩৪ ॥
আই'কে দেখিতে যাইব, না যাইব তোমা লাগি' ।
'প্রতিজ্ঞা'-'সেবা'-ত্যাগ-দোষ, তার আমি ভাগী ॥"১৩৫॥

পুরী হইতে কটকে আসিয়া প্রভুর পণ্ডিতকে নিকটে আহ্বান ঃ—

এত বলি' পণ্ডিত-গোসাঞি পৃথক্ চলিলা ।
কটক আসি' প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা ॥ ১৩৬ ॥

গদাধরের কেবলা-গৌরপ্রীতি ঐশ্বর্য্যমুগ্ধের বোধাতীত ঃ—

পণ্ডিতের গৌরাঙ্গপ্রেম বুঝন না যায় ।
'প্রতিজ্ঞা', 'শ্রীকৃষ্ণসেবা' ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥ ১৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩০। ক্ষেত্রসন্ন্যাস,—যাঁহারা স্বীয় পূর্ব্ব বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ (বিষ্ণু) তীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বা নবদ্বীপ-ধামে অথবা মথুরাদি-মণ্ডলে একক বা সপরিবারে পরমার্থবুদ্ধির সহিত বাস করেন, তাঁহাদের আশ্রমকে 'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস' বলে। এই আশ্রমই কলিকালের উপযুক্ত 'বাণপ্রস্থ-ধর্ম্ম'। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের এইরূপ 'ক্ষেত্রসন্ন্যাস' উক্ত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

১১৬। নব্য বাস—নূতন বাসোপযোগী গৃহ।

১৩৪। একেশ্বর—অদ্যাপি চট্টগ্রাম-বিভাগে 'একাকী' অর্থে 'একেশ্বর' কথার অপভ্রংশ 'অশ্বর' কথাটী প্রচলিত।

জীবনে সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের সেবনরূপ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৫। শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রাপ্ত হইয়া সেই সেবায় জীবন যাপন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। প্রভুর সঙ্গে গৌড়দেশে যাইতে হইলে সেই 'প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-দোষ' এবং 'সেবা-ত্যাগ-দোষ'—এই দুইটী দোষ হয় ; অনুরাগমার্গে এই সকল দোষ মহাত্মগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

প্রতিজ্ঞা বিফল করাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গলোভে ভগবৎ-সেবাকেও অতি অনায়াসেই হেলায় ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। শ্রীগদাধরের শ্রীগৌরাঙ্গপ্রীতি তাঁহারই সমান মর্ম্মী, অন্তরঙ্গ বান্ধব ব্যতীত অপর কোন ভক্তেরই বোধগম্য নহে।

প্রভুর অন্তরে সন্তোষ হইলেও বাহিরে কৃত্রিম-কোপোক্তি ঃ—

তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ ।
তাঁহার হাতে ধরি' কহে করি' প্রণয়-রোষ ॥ ১৩৮ ॥

এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি, অতঃপর পণ্ডিতকে পুরীতে গিয়া গোপীনাথ-সেবনার্থ শপথ-প্রদান ঃ—

"'প্রতিজ্ঞা' 'সেবা' ছাড়িবে,—এ তোমার 'উদ্দেশ' ।
সে সিদ্ধ হইল—ছাড়ি' আইলা দূর দেশ ॥ ১৩৯ ॥

ভক্তের কৃষ্ণসুখদান ও কৃষ্ণের ভক্তসুখদান ঃ—

আমার সঙ্গে রহিতে চাহ,—বাঞ্ছ নিজ-সুখ ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায়,—আমার হয় 'দুঃখ' ॥ ১৪০ ॥
মোর সুখ চাহ যদি, নীলাচলে চল ।
আমার শপথ, যদি আর কিছু বল ॥" ১৪১ ॥

প্রভুর নৌকারোহণ, পণ্ডিতের মূর্চ্ছা ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা ।
মূর্চ্ছিত হঞা তথা পণ্ডিত পড়িলা ॥ ১৪২ ॥

পণ্ডিতকে লইয়া যাইতে সার্ব্বভৌমকে প্রভুর আদেশ ঃ—

পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা ।
ভট্টাচার্য্য কহে,—"উঠ, ঐছে প্রভুর লীলা ॥ ১৪৩ ॥

পণ্ডিতকে ভট্টের প্রবোধ দান ঃ—

তুমি জান, কৃষ্ণ নিজ-প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা ।
ভক্ত কৃপা-বশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥ ১৪৪ ॥

ভক্ত-প্রতিজ্ঞা-রক্ষণার্থ ভগবানের স্বপ্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৯।৩৭)—

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥১৪৫

প্রভুকর্ত্তৃক পণ্ডিতের প্রতিজ্ঞা রক্ষা ঃ—

এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া ।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া ॥" ১৪৬ ॥

পণ্ডিতকে লইয়া ভট্টের পুরীতে আগমন ঃ—

এইমত কহি' তাঁরে প্রবোধ করিলা ।
দুইজনে শোকাকুল নীলাচল আইলা ॥ ১৪৭ ॥

কৃষ্ণার্থে ভক্তের অনায়াসে স্বধর্ম্মত্যাগ, কৃষ্ণের তাহাতে ঋণ ঃ—

প্রভু লাগি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ ।
ভক্ত-ধর্ম্ম-হানি প্রভুর না যায় সহন ॥ ১৪৮ ॥

ভগবদ্বিরহে ভক্তের কাতরতাই স্বাভাবিকী, কিন্তু ভক্তবিরহে ভগবানের কাতরতাই 'প্রেমবিবর্ত্ত' ; তৎশ্রবণে জীবের চৈতন্য লাভ ঃ—

'প্রেমের বিবর্ত্ত' ইহা শুনে যেই জন ।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে চৈতন্য-চরণ ॥ ১৪৯ ॥

যাজপুরে মহাপাত্রদ্বয়কে প্রভুর বিদায়-প্রদান ঃ—

দুই রাজপাত্র যেই প্রভুসঙ্গে যায় ।
'যাজপুর' আসি' প্রভু তারে দিলেন বিদায় ॥ ১৫০ ॥

অনুভাষ্য

১৪৫। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমাগত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের নিকট ভাগবতধর্ম্ম ও অন্যান্য সাধারণ-ধর্ম্ম বর্ণন করিবার পর ইচ্ছামৃত্যু মহাভাগবত ভীষ্মদেব, উত্তরায়ণকাল আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়া, স্বীয় মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া সম্মুখবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—

স্বনিগমম্ (অস্ত্রধারণং বিনৈব পাণ্ডবান্ রক্ষয়িষ্যামীতি নিজ-প্রতিজ্ঞাম্) অপহায় (পরিত্যজ্য) মৎপ্রতিজ্ঞাং (শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীতি সঙ্কল্পম্) ঋতং (সত্যম্) অধি (অধিকং) কর্ত্তুং রথস্থঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] অবপ্লুতঃ (সহসা অবতীর্ণঃ সন্ এব) ধৃত-রথচরণঃ (ধৃতং রথচরণং চক্রং যেন সঃ) চলদ্গুঃ (সংরম্ভেণ চলন্তী কম্পমানা গৌঃ ধরা যস্মাৎ সঃ) গতোত্তরীয়ঃ (গতং পথি পতিতম্ উত্তরীয়ং তেনৈব সংরম্ভেণ যস্য সঃ) ইভং (গজং) হন্তুং (বিনাশয়িতুং) হরিঃ (সিংহঃ) ইব অভ্যয়াৎ (অগ্রতঃ অধাবৎ), [সঃ মে পতির্ভূয়াৎ ইতি পরেণান্বয়ঃ]।

১৫০। যাজপুর—কটক-জেলার একটী মহকুমা, বৈতরণী-নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত ; বামকূলে ঋষিগণের যজ্ঞ-কার্য্য

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৫। 'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না'—কৃষ্ণ-চন্দ্র এই নিজপ্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞাই অধিক সত্য করিবার অভিপ্রায়ে রথ হইতে নামিয়া চক্রধারণপূর্ব্বক ত্যক্তোত্তরীয় হইয়াই আমাকে বধ করিবার জন্য চলিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

হইতে এইস্থানের নাম 'যাজপুর' হইয়াছে ; কাহারও মতে 'যযাতি-নগর' হইতে যাজপুর' নাম হইয়াছে। মহাভারত বন-পর্ব্বে ১১৪ অঃ—"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী। যত্রাঽযজত ধর্ম্মোঽপি দেবান্ শরণমেত্য বৈ। অত্র বৈ ঋষয়োঽন্যে চ পুরা ক্রতুভিরীজিরে।।" এখানে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি আছেন; তন্মধ্যে শ্রীবরাহদেবের মূর্ত্তিই বিশেষ পূজ্য। শক্তির উপাসকগণ 'বারাহী', 'বৈষ্ণবী' ও 'ইন্দ্রাণী' প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করেন। আবার, অনেকগুলি শিবমূর্ত্তি ও দশাশ্বমেধ-ঘাট আছেন। এইস্থানকে 'নাভিগয়া', 'বিরজা-ক্ষেত্র' প্রভৃতি সংজ্ঞাও দেওয়া হয়।

সঙ্গী রায়ের সহিত প্রভুর সর্ব্বদা কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

প্রভু বিদায় দিল, রায় যায় তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে রাত্রি-দিনে ॥ ১৫১ ॥

রাজাদেশে প্রতিগ্রামে রাজ-কর্ম্মচারিগণের প্রভুকে অভ্যর্থনা ঃ—

প্রতিগ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্য-গৃহে নানা-দ্রব্যে করয়ে সেবন ॥ ১৫২ ॥

রেমুণায় (?) রায়কে বিদায়-প্রদান ঃ—

এইমত চলি' প্রভু 'রেমুণা' আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ-রায়ে বিদায় দিলা ॥ ১৫৩ ॥

রায়ের মূর্চ্ছা, প্রভুর ক্রন্দন ঃ—

ভূমেতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায়ে কোলে করি' প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৫৪ ॥

রায়ের প্রভু-বিচ্ছেদ অবর্ণনীয় ঃ—

রায়ের বিদায়-ভাব না যায় সহন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ॥ ১৫৫ ॥

উড়িষ্যা-সীমায় আগমন ; রাজকর্ম্মচারীর প্রভুসেবা ঃ—

তবে 'ওড্রদেশ-সীমা' প্রভু চলি' আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা ॥ ১৫৬ ॥
দিন দুই-চারি তেঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ ॥ ১৫৭ ॥

প্রভুকে রাজকর্ম্মচারীর হিন্দু ও মোছলেম-রাজ্যসীমা-নির্দ্দেশ ও পথবিবরণ প্রদান ঃ—

"মদ্যপ যবন-রাজার আগে অধিকার।
তাঁর ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার ॥ ১৫৮ ॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তাঁর অধিকার।
তাঁর ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার ॥ ১৫৯ ॥

মোছলেম শাসকসহ সন্ধির পর প্রভুর গমন-বিষয়ে সহায়তা অঙ্গীকার ঃ—

দিন কত রহ—সন্ধি করি' তাঁর সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে ॥" ১৬০ ॥

মোছলেম শাসকের জনৈক গুপ্তচরের নিজ-স্বামিসকাশে প্রভু ও তৎসঙ্গিগণের ক্রিয়া ও মহিমা বর্ণন ঃ—

সেই কালে সে যবনের এক অনুচর।
'উড়িয়া-কটকে' আইল করি' বেশান্তর ॥ ১৬১ ॥
প্রভুর সেই অদভুত চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দু-চর কহে, সেই যবন-পাশ গিয়া ॥ ১৬২ ॥
"এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধ-পুরুষ হয় তাঁহার সহিতে ॥ ১৬৩ ॥
নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
সবে হাসে, নাচে, গায়, করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৬৪ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে।
তাঁরে দেখি' পুনরপি যাইতে নারে ঘরে ॥ ১৬৫ ॥
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।
'কৃষ্ণ' কহি' নাচে, কান্দে, গড়াগড়ি যায় ॥ ১৬৬ ॥
কহিবার কথা নহে,—দেখিলে সে জানি।
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে 'ঈশ্বর' করি' মানি ॥" ১৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৩। এইপ্রকারে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের সঙ্গে আসিতে আসিতে বালেশ্বরের নিকট রেমুণায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভদ্রক হইতে যে রামানন্দ-রায়কে বিদায় দিলেন ;—এইরূপ বর্ণন অনেক স্থানে আছে।

অনুভাষ্য

১৫৩। তথা হৈতে—পাঠান্তরে, 'ভদ্রক হইতে' ; 'তথা হৈতে'-দ্বারা 'রেমুণা হইতে' বুঝাইলে, মধ্য ১ম পঃ ১৪৯ সংখ্যার লিখিত "রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত" পাঠের সহিত অমিল হয়। কাহারও মতে,—'রেমুণা' তৎকালে ভদ্রক-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু সে-বিষয়ে প্রমাণাভাব। কাহারও মতে,—পূর্ব্বোক্ত 'ভদ্রক'-স্থানে 'রেমুণা' পাঠ সঙ্গত ; কিন্তু ভদ্রক হইতে রায়ের ফিরিয়া যাওয়াই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 'ভদ্রক'—'বালেশ্বর হইতে চারিযোজন দক্ষিণে অবস্থিত এবং 'রেমুণা'—প্রায় অর্দ্ধযোজন (৫ মাইল) পশ্চিমে অবস্থিত।

১৫৬। ওড্রদেশ-সীমা,—সুবর্ণরেখা-নদীই বঙ্গদেশ ও

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৯। পিছল্‌দা—তমলুকের নিকটবর্ত্তী রূপনারায়ণ-নদের ধারে পিছল্‌দা-নামক গ্রাম।

১৬১। উড়িয়া-কটক—উৎকল-দেশীয় রাজার রাজ্য-সীমায় যে 'সৈন্যকটক' অর্থাৎ ছাউনী ছিল, তাহাই 'উড়িয়া-কটক' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

উৎকলের সীমা ; শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পার্শ্ব দিয়া উহা উড়িষ্যায় প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

১৬১। করি' বেশান্তর—নিজে 'যবন' হইয়া যাবনিক-বেশের পরিবর্ত্তে হিন্দুর বেশ গ্রহণ করিয়া।

১৬২। চর—বিপক্ষের হউক বা প্রজাবর্গেরই হউক, গুপ্ত-ভাবে আভ্যন্তরীণ সকল কথা জানিয়া নিজ-পরিচয় গোপন করিয়া অন্য-পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক যে ব্যক্তি স্বীয় নিয়োগ বা প্রেরণকারীকে যথাযথ সংবাদ দেয়।

সেই গুপ্তচরের প্রেমাবেশ ঃ—

এত কহি' সেই চর 'হরি' 'কৃষ্ণ' গায়।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় বাউলের প্রায় ॥ ১৬৮ ॥

গুপ্তচরমুখে প্রভুর কথা-শ্রবণে মোছলেম শাসকের প্রভুসমীপে অমাত্য-প্রেরণ ঃ—

এত শুনি' যবনের মন ফিরি' গেল।
আপন-'বিশ্বাস' উড়িয়া-স্থানে পাঠাইল ॥ ১৬৯ ॥

অমাত্যের প্রভুপদ-বন্দনা ও প্রেমাবেশ ঃ—

'বিশ্বাস' আসিয়া প্রভু-চরণ বন্দিল।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' প্রেমে বিহ্বল হইল ॥ ১৭০ ॥

রাজকর্ম্মচারি-সমীপে তাহার কাতরভাবে নিবেদন ও সন্ধি প্রার্থনা ঃ—

ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে কহে নমস্করি'।
"তোমা-স্থানে পাঠাইলা ম্লেচ্ছ অধিকারী ॥ ১৭১ ॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ' এথাকে আসিয়া।
যবন অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥ ১৭২ ॥
বহুত উৎকণ্ঠা তাঁর, কর্য্যাছে বিনয়।
তোমা-সনে এই সন্ধি, নাহি যুদ্ধ-ভয় ॥" ১৭৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক মোছলেম-শাসকের চিত্ত-পরিবর্ত্তনে রাজকর্ম্মচারীর বিস্ময় ঃ—

শুনি' মহাপাত্র কহে হঞা বিস্ময়।
"মদ্যপ যবনের চিত্ত ঐছে কে করয় !! ১৭৪ ॥
আপনে মহাপ্রভু তাঁর মন ফিরাইল।
দর্শন-স্মরণে যাঁর জগৎ তারিল ॥" ১৭৫ ॥

মোছলেম শাসককে প্রভুদর্শনে সম্মতিদান ঃ—

এত বলি' বিশ্বাসেরে কহিল বচন।
"ভাগ্য তাঁর—আসি' করুক প্রভু দরশন ॥ ১৭৬ ॥
প্রতীত করিয়ে—যদি নিরস্ত্র হঞা।
আসে তেঁহো পাঁচ-সাত ভৃত্য সঙ্গে লঞা ॥" ১৭৭ ॥

অমাত্যের এই আনন্দ সংবাদ-দান, মোছলেমের ছদ্ম-হিন্দুবেশে প্রভুদর্শনার্থ আগমন ঃ—

'বিশ্বাস' যাঞা তাঁহারে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি' সেই যবন আইল ॥ ১৭৮ ॥
দূর হৈতে প্রভু দেখি' ভূমেতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হঞা ॥ ১৭৯ ॥

প্রভুর নিকটে আসিয়া মোছলেমের কৃষ্ণনাম-গ্রহণ ঃ—

মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান।
যোড়হাতে প্রভু-আগে লয় কৃষ্ণনাম ॥ ১৮০ ॥

স্বীয় মোছলেম-জন্মে ধিক্কার ও নির্ব্বেদোক্তি ঃ—

"অধম যবনকুলে কেনে জন্মাইলে।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেনে না জন্মাইলে ॥ ১৮১ ॥

প্রভুর পদপ্রাপ্তি ব্যতীত মৃত্যু-বাঞ্ছা ঃ—

'হিন্দু' হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ, যাউক পরাণ ॥" ১৮২ ॥

তাহার খেদোক্তি-শ্রবণে রাজকর্ম্মচারীরও প্রভুস্তুতি ঃ—

এত শুনি' মহাপাত্র আবিষ্ট হঞা।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া ॥ ১৮৩ ॥

ভগবন্নামশ্রবণ-ফলেই অন্ত্যজেরও শুচিত্ব-লাভ ঃ—

"চণ্ডাল—পবিত্র, যাঁর শ্রীনাম-শ্রবণে।
হেন-তোমার এই জীব পাইল দরশনে ॥ ১৮৪ ॥

ভগবদ্দর্শন-ফলে মোছলেমের উদ্ধার তত বেশী বিস্ময়কর নহে ঃ—

ইঁহার যে এই গতি, ইথে কি বিস্ময় ?
তোমার দর্শন-প্রভাব এইমত হয় ॥" ১৮৫ ॥

ভগবন্নামের শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণেই অন্ত্যজেরও শুদ্ধি, সাক্ষাৎ দর্শনে ত' কথাই নাই ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৬)—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্-যৎপ্রহ্বনাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥১৮৬

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৯। বিশ্বাস—গৌড়দেশীয় যবনরাজার 'বিশ্বাসখানা' বলিয়া একটী 'দপ্তর' ছিল ; তাহাতে অত্যন্ত বিশ্বস্ত কায়স্থগণই কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজার যখন যেখানে প্রধান কার্য্য পড়িত, তথায়ই কায়স্থ 'বিশ্বাস'গণ প্রেরিত হইতেন।

১৮৬। হে ভগবন্, যাঁহার নাম শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন, উচ্চারণ ও স্মরণ করিবামাত্র চণ্ডাল ও যবন-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও সবন-যজ্ঞের যোগ্য হইয়া উঠে, এমন সেই প্রভু যে তুমি, তোমার দর্শন হইতে কি না হয় ?

অনুভাষ্য

১৮৬। শ্রীকপিলদেবের মুখে শুদ্ধভক্তিযোগ-শ্রবণে মাতা দেবহূতির মোহাবরণ দূরীভূত হইলে তিনি শুদ্ধ সাংখ্যজ্ঞান-প্রবর্ত্তক ভগবান্ শ্রীকপিলদেবকে স্তব করিতেছেন ঃ—

হে ভগবন্, ক্বচিৎ যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ (যস্য ভগবতঃ তব নাম্নঃ আদৌ শ্রবণম্, অনু তদনন্তরং কীর্ত্তনঞ্চ তস্মাৎ), যৎপ্রহ্বণাৎ (যস্য তব শিরসা নমস্কারাৎ), যৎস্মরণাৎ (যস্য তব ভগবতঃ স্মরণেন) চ শ্বাদঃ (সর্ব্বাধমশ্বপচকুলোদ্ভূতঃ) অপি সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) সবনায় (সোমযাগায়) কল্পতে (যোগ্যো

মোছলেম-শাসককে কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম-গ্রহণে আদেশ ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা-দৃষ্টি করি'।
আশ্বাসিয়া কহে,—"তুমি কহ 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥" ১৮৭ ॥

ম্লেচ্ছ শাসকের পাপ-মোচন ও প্রভুর সেবা-যাচ্ঞা ঃ—

সেই কহে,—"মোরে যদি কৈলা অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ,—সেবা করি যে তোমার ॥ ১৮৮ ॥
গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে হিংসা কর্য্যাছি অপার।
সেই পাপ হইতে মোর হউক নিস্তার ॥" ১৮৯ ॥

লৌকিক-লীলাভিনয়কারী প্রভুর জন্য মুকুন্দের যাত্রা-পথে সহায়তা-প্রার্থনা ঃ—

তবে মুকুন্দ দত্ত কহে,—"শুন, মহাশয়।
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয় ॥ ১৯০ ॥
তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায়-প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা, এই বড় উপকার ॥" ১৯১ ॥

ম্লেচ্ছ-শাসকের স্বীকার ও সদৈন্যে সকলকে প্রণামান্তে বিদায়-গ্রহণ ঃ—

তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সবার চরণ বন্দি' চলে হৃষ্ট হঞা ॥ ১৯২ ॥

রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার মিলন ও বন্ধুত্ব ঃ—

মহাপাত্র তাঁর সনে কৈল কোলাকুলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ॥ ১৯৩ ॥

ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক প্রাতে প্রভুর যাত্রার সহায়তা-বিধান, প্রভুকে সগৌরবে আহ্বান ঃ—

প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাঞা।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাঞা ॥ ১৯৪ ॥

রাজকর্ম্মচারিসঙ্গে প্রভুর গমন ও ম্লেচ্ছের প্রভু-বন্দন ঃ—

মহাপাত্র চলি' আইলা মহাপ্রভুর সনে।
ম্লেচ্ছ আসি' কৈল প্রভুর চরণ-বন্দনে ॥ ১৯৫ ॥

সর্ব্বসুবিধা-বিশিষ্ট করিয়া একটী নূতন নৌকা-প্রদান ঃ—

এক নবীন নৌকা, তার মধ্যে ঘর।
স্বগণে চড়াইলা প্রভু তাহার উপর ॥ ১৯৬ ॥

রাজকর্ম্মচারীকে প্রভুর নদীতটে বিদায়-দান, তাহার ক্রন্দন ঃ—

মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিলা বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি' যায় ॥ ১৯৭ ॥

প্রভুভক্ত সেই ম্লেচ্ছের প্রভুরক্ষা-বিধানপূর্ব্বক 'মন্ত্রেশ্বর'-নদ পার হইয়া 'পিছল্‌দা' পর্য্যন্ত গমন ঃ—

জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি' সেই সৈন্য সঙ্গে নিল ॥ ১৯৮ ॥
'মন্ত্রেশ্বর'-দুষ্টনদে পার করাইল।
'পিছল্‌দা' পর্য্যন্ত সেই যবন আইল ॥ ১৯৯ ॥

পিছল্‌দায় তাঁহাকে বিদায়-দান, তাঁহার অদ্ভুত আর্ত্তি ঃ—

তাঁরে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সে-কালে তাঁর প্রেম-চেষ্টা না পারি বর্ণিতে ॥ ২০০ ॥

চৈতন্যলীলা-শ্রবণকারীই সার্থকজন্মা ঃ—

অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে তাঁর জন্ম, দেহ—ধন্য ॥ ২০১ ॥

প্রভুর সেই নৌকায় পাণিহাটীতে রাঘবভবনে আগমন, মাঝিকে কৃপা ঃ—

সেই নৌকা চড়ি' প্রভু আইলা পাণিহাটি'।
নাবিকেরে পরাইল প্রভু নিজ-কৃপা-সাটী ॥ ২০২ ॥

প্রভুর আগমনে জনসঙ্ঘ ঃ—

'প্রভু আইলা' বলি' লোকে হৈল কোলাহল।
মনুষ্য ভরিল সব, কিবা জল, স্থল ॥ ২০৩ ॥

জনতাহেতু অতিকষ্টে প্রভুকে রাঘবের স্বগৃহে আনয়ন ঃ—

রাঘব-পণ্ডিত আসি' প্রভু লঞা গেলা।
পথে যাইতে লোকভিড়ে কষ্টে-সৃষ্ট্যে আইলা ॥ ২০৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৯। মন্ত্রেশ্বর—ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিকট বৃহৎ নদের নামই 'মন্ত্রেশ্বর'; সেই নদ দিয়া নৌকা রূপনারায়ণ-নদ-তীরবর্ত্তী 'পিছল্‌দা'-গ্রামে লাগিল; পিছল্‌দা-গ্রামের একদিক্—মন্ত্রেশ্বরের সাহত সংলগ্ন।

২০২। পানিহাটী—গঙ্গা-তীরে শ্রীপাট খড়দহের অনতি-দূরে 'পানিহাটী' গ্রাম।

অনুভাষ্য

ভবতি), তে (তব) দর্শনাৎ পুনঃ কুতঃ নু (কিং বক্তব্যং, কৃতার্থাস্মীত্যর্থঃ)।

১৮৭। তাঁরে—সেই ম্লেচ্ছ শাসককে।

১৯২। সেই—ম্লেচ্ছ শাসক।

১৯৩। মিতালি—দ্রব্যাদি উপহার প্রদান করিয়া মিত্রতা।

১৯৯। দুষ্টনদ—জলদস্যু-সঙ্কুল দুর্গম জলপথ; নদীর অতিপরিসরত্বহেতু এবং বেগ-জন্যও দুর্গমত্ব।

রাঘব-ভবনে এক দিন থাকিয়া কুমারহট্টে শ্রীবাসগৃহে আগমন ঃ—

একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস ।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা,—যাঁহা শ্রীনিবাস ॥ ২০৫ ॥

তৎপরে তন্নিকটেই অগ্রে শিবানন্দ-গৃহে, পশ্চাৎ বাসুদেব-গৃহে আগমন ঃ—

তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর ।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ॥ ২০৬ ॥

অতঃপর বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আসিয়া বিপুল লোকসঙ্ঘ-দর্শনে গোপনে কুলিয়ায় আগমন ঃ—

'বাচস্পতি-গৃহে' প্রভু যেমতে রহিলা ।
লোক-ভিড় ভয়ে যৈছে 'কুলিয়া' আইলা ॥ ২০৭ ॥

কুলিয়ায় প্রভুর মাধবদাস-গৃহে বাস এবং অসংখ্য লোকের প্রভুদর্শন ঃ—

মাধবদাস-গৃহে তথা শচীর নন্দন ।
লক্ষ-কোটি লোক তথা পাইল দরশন ॥ ২০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৫-২১০। কুমারহট্টের বর্ত্তমান নাম—'হালিসহর'। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিলে কিছুদিনের মধ্যে শ্রীবাসপণ্ডিত নবদ্বীপের বাস ত্যাগপূর্ব্বক কুমারহট্টে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুমারহট্ট হইতে প্রভু কাঞ্চনপল্লীতে অর্থাৎ কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দ-সেনের গৃহে গমন করিলেন এবং তদনন্তর শিবানন্দের গৃহের নিকটবর্ত্তি-স্থানে বাসুদেব দত্তের গৃহে গিয়াছিলেন। তথা হইতে শ্রীনবদ্বীপের পশ্চিমপারে 'শ্রীবিদ্যানগরে' প্রভু গমন করিলেন। (জনসঙ্ঘহেতু) বিদ্যানগর হইতে আসিয়া কুলিয়া-গ্রামে মাধবদাসের গৃহে থাকিলেন। তথায় সাতদিন থাকিয়া দেবানন্দ প্রভৃতির অপরাধভঞ্জন করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী এইস্থানে শান্তিপুরাচার্য্যের গৃহে ঐরূপে আগমনের কথা উল্লেখ করায় বহু লোকের মনে এরূপ সন্দেহ হয় যে, কাঁচড়াপাড়ার নিকটেই বা কোন 'কুলিয়া' থাকিবে! এই মিথ্যা আশঙ্কায় কোন 'নবীন কুলিয়ার পাট' উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ অনুমান হয়। বস্তুতঃ, মহাপ্রভু বাসুদেবের ঘর হইতেই শান্তিপুরাচার্য্যের গৃহে গিয়াছিলেন। তথা হইতে যে তিনি নবদ্বীপের অপর (পশ্চিম) পারে বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে ও কুলিয়া-গ্রামে গিয়াছিলেন, এরূপ উক্তি 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে', 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে' 'প্রেমদাসের ভাষায়' এবং 'শ্রীচৈতন্যচরিত-কাব্যে' স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে; শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী এই যাত্রার রীতিমত বর্ণন করেন নাই বলিয়া ঐ সকল উৎপাত ও সন্দেহ-মূলক ঘটনা হইয়াছে।

অনুভাষ্য

২০৭। বাচস্পতিগৃহে প্রভুর পাঁচ দিন অবস্থান—মধ্য ১ম পঃ ১৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বাচস্পতি-গৃহ—কোলদ্বীপের নিকটবর্ত্তী জহ্নুদ্বীপান্তর্গত 'বিদ্যানগরে'; সেই স্থানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস—চৈঃ ভাঃ —মধ্য, ২১শ অঃ ও অন্ত্য ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য।

কুলিয়া—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ৯ম অঙ্কে (রায়ের প্রেরিত এবং নবদ্বীপ হইতে কটকে প্রত্যাগত পুরুষগণের রাজার প্রতি উক্তি)—"ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিত-বাট্যামভ্যাযযৌ। * * ততোঽদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিতস্তথৈব তরণীবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া-নাম গ্রামে মাধবদাসবাট্যা-মুত্তীর্ণবান্। ** এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনা এবং চলিতবান্।" শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে—"অন্যেদ্যুঃ স শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গং পশ্চিমে ক্বাপি দেশে। শ্রীমান্ সর্ব্বপ্রাণিনাং তত্তদঙ্গৈর্নেত্রানন্দং সম্যগাগত্য তেনে।।"* চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ—"সর্ব্বপারিষদ-সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর। আচম্বিতে আসি' উত্তরিলা তাঁর (বিদ্যাবাচস্পতির) ঘর।। নবদ্বীপাদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি। বাচস্পতি-ঘরে আইলা ন্যাসিচূড়ামণি।। অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি' 'হরি' 'হরি'। চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।। পথ নাহি পায় কেহো লোকের গহলে। বনডাল ভাঙ্গি' লোক দশদিকে চলে।। লোকের গহলে যত অরণ্য আছিল। ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হৈল।। ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে। খেয়ারী করিতে পার পড়িল সঙ্কটে।। সত্বরে আসিলা বাচস্পতি মহাশয়। করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয়।। নৌকার অপেক্ষা আর কেহো নাহি করে। নানামতে পার হয় যে যেমতে পারে।। হেনমতে গঙ্গা পার হই' সর্ব্বজন। সভেই ধরেন বাচস্পতির চরণ।। ** লুকাঞা গেলা প্রভু কুলিয়া-নগর। কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।। ** সর্ব্বলোক 'হরি' বলি' বাচস্পতি-সঙ্গে। সেই ক্ষণে সভে চলিলেন মহারঙ্গে।। কুলিয়া-নগরে আইলেন ন্যাসি-মণি। সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হৈল মহাধ্বনি।। সবে গঙ্গামধ্যে নদীয়া-

** অনন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহে আগমন করিলেন। তদনন্তর সেস্থান হইতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গৃহে আগমন করিলে তিনি নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। তথা হইতেই নৌকাপথে নবদ্বীপের অপর পারে কুলিয়া-নামক গ্রামে শ্রীমাধবদাসের গৃহে উত্তরণ করিলেন। এইরূপে সপ্তদিবস সেস্থানে অবস্থান করিয়া পুনরায় গঙ্গারতটপথে চলিতে লাগিলেন (শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক)। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্যদিবস শ্রীনবদ্বীপভূমির পশ্চিমে গঙ্গার পারে কোনও স্থানে (কুলিয়া-গ্রামে) সমাগত হইয়া তত্তৎ অঙ্গদ্বারা সমস্ত প্রাণিগণের নয়নানন্দ বিস্তার করিয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য)।*

বহু অপরাধীর মোচনহেতু কুলিয়াই 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' ঃ—

সাত দিন রহি' তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা ॥ ২০৯ ॥

অদ্বৈত-গৃহে গমন ও শচীসহ মিলন ঃ—

'শান্তিপুরাচার্য্য'-গৃহে ঐছে আইলা।
শচী-মাতা মিলি' তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা ॥ ২১০ ॥

রামকেলিতে আগমন ও 'কানাইর নাটশালা' হইতে পুনরায় শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

তবে 'রামকেলি'-গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা।
'নাটশালা' হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি' আইলা ॥ ২১১ ॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশ-দিন বাস।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন-দাস ॥ ২১২ ॥

পূর্ব্বে ১ম পরিচ্ছেদে সূত্রমধ্যে নানা ঘটনা বর্ণিত, বাহুল্য-ভয়ে পুনর্বর্ণনে বিরত ঃ—

অতএব ইঁহা তার না কৈলুঁ বিস্তার।
পুনরুক্তি হয়, গ্রন্থ বাড়য়ে অপার ॥ ২১৩ ॥
তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ-সনাতন।
নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন ॥ ২১৪ ॥
সূত্রমধ্যে সেই লীলা আমি ত' বর্ণিলুঁ।
অতএব পুনঃ তাহা ইঁহা না লিখিলুঁ ॥ ২১৫ ॥

শান্তিপুরে শ্রীরঘুনাথের প্রভুসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

পুনরপি প্রভু যদি 'শান্তিপুর' আইলা।
রঘুনাথ-দাস আসি' প্রভুরে মিলিলা ॥ ২১৬ ॥

শ্রীরঘুনাথের পিতৃ-পরিচয় ঃ—

'হিরণ্য', 'গোবর্দ্ধন',—দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥ ২১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১২। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

কুলিয়ায়। শুনি' মাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়।। বাচস্পতির গ্রামে (বিদ্যানগরে) ছিল যতেক গহল। তার কোটি কোটিগুণে পূরিল সকল।। লক্ষ লক্ষ নৌকা বা আইল কোথা হৈতে। না জানি কতেক পার হয় কতমতে।। লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে। সভে পার হয়েন পরম কুতূহলে।। গঙ্গায় হঞা পার আপনা আপনি। কোলোকোলি করি' সভে করে হরিধ্বনি।। ক্ষণেকে কুলিয়া-গ্রাম—নগর-প্রান্তর। পরিপূর্ণ হৈল স্থল, নাহি অবসর।। ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি। তেঁহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি।। ** কুলিয়ায় প্রকাশে যতেক পাপী ছিল। উত্তম, মধ্যম, নীচ,—সবে পার হৈল।। কুলিয়া-গ্রামেতে আসি' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। হেন নাহি, যারে প্রভু না করিল ধন্য।।" নিত্যানন্দপ্রভুর নবদ্বীপে বাসকালে পারিষদগণ-সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন—(যথা, চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ)—"খানাযোড়া, বড়গাছি, আর দো-গাছিয়া। গঙ্গার ওপার কভু যায়েন 'কুলিয়া'।।" চৈতন্যমঙ্গলে—'গঙ্গাস্নান করি' প্রভু রাঢ়-দেশ দিয়া। ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর 'কুলিয়া'।। মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ। বারকোণা-ঘাট, নিজ বাড়ীর সমীপ।।" প্রেমদাস—"নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে, 'কুলিয়া-পাহাড়পুর' নামে স্থান।" শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বা ঘনশ্যাম দাস-কৃত ভক্তিরত্নাকরে (১২শ তরঙ্গে) "কুলিয়া পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস। পূর্ব্বে 'কোলদ্বীপ'-পর্ব্বতাখ্য—এ প্রচার।।" তৎকৃত 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা'য়—"কুলিয়া-পাহাড়পুর গ্রাম। পূর্ব্বে কোলদ্বীপ-পর্ব্বতাখ্যানন্দ নাম।।" অদ্যাপি 'বাহির-দ্বীপ' নামে পরিচিত স্থান, বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপ, কোলেরগঞ্জ, কোল-আমাদ, কোলের দহ, গদখালি প্রভৃতি স্থানই 'কুলিয়া' ছিল, সুতরাং 'কুলিয়ার পাট' বলিয়া আধুনিক কল্পিত যে গ্রামটি, তাহা কখনই প্রাচীন কুলিয়া নহে।

২০৮। মাধবদাস—শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের বংশে যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ও তাঁহার জ্ঞাতিগণ বিল্ব-গ্রাম ও পাটুলি হইতে নবদ্বীপান্তর্গত 'কুলিয়া-পাহাড়পুর' বা 'পাড়পুরে' আসিয়া বাস করেন। যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠপুত্র—মাধব-দাস, মধ্যম—হরিদাস এবং কনিষ্ঠ—কৃষ্ণসম্পত্তি চট্টোপাধ্যায়; তাঁহাদের সাধারণ নাম যথাক্রমে—'ছকড়ি', 'তিনকড়ি' ও 'দুকড়ি' ছিল। মাধবদাসের পৌত্র বংশীবদন এবং তৎপৌত্র রামচন্দ্রাদির বংশধরগণ বাঘ্নাপাড়া ও বৈঁচী প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

২০৯। মধ্য, ১ম পঃ ১৫৩-১৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১১। শ্রীরূপ-সনাতনের দর্শনার্থে প্রভুর রামকেলিতে আগমন, মিলন ও আলাপ—মধ্য, ১ম পঃ ১৬৬-২২৬ সংখ্যা এবং 'কানাইর নাটশালা'-গমন—মধ্য, ১ম পঃ ২২৭-২৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১২। শান্তিপুরে দশ দিন—মধ্য, ১ম পঃ ২৩২-২৩৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৪-২১৫। নৃসিংহানন্দ—আদি ১০ম পঃ ৩৫ সংখ্যা এবং মধ্য, ১ম পঃ ১৫৫-১৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৭। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন—হুগলী-জেলায় সপ্তগ্রামের নিকট শ্রীকৃষ্ণপুর-গ্রাম-নিবাসী শৌক্র-কায়স্থকুলোদ্ভূত সহোদর-

মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দুঁহে—বদান্য, ব্রাহ্মণ্য ।
সদাচারী, সৎকুলীন, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ॥ ২১৮ ॥
নদীয়া-বাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য-প্রায় ।
অর্থ, ভূমি, গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥ ২১৯ ॥

প্রভুসহ পরিচয়ের আদি কারণ ঃ—

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—আরাধ্য দুঁহার ।
চক্রবর্ত্তী করে দুঁহায় 'ভ্রাতৃ'-ব্যবহার ॥ ২২০ ॥
মিশ্র-পুরন্দরের পূর্ব্বে কর্য়াছেন সেবনে ।
অতএব প্রভু ভাল জানে দুইজনে ॥ ২২১ ॥

শ্রীরঘুনাথের পরিচয় ঃ—

সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র—রঘুনাথ দাস ।
বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস ॥ ২২২ ॥

শান্তিপুরে রঘুর প্রভুপদ-দর্শন ঃ—

সন্ন্যাস করি' প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা ।
তবে আসি' রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা ॥ ২২৩ ॥

প্রভুপদে রঘুনাথের শরণ-গ্রহণ ঃ—

প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
প্রভু পাদস্পর্শন কৈল করুণা করিয়া ॥ ২২৪ ॥

পিতৃ-সম্বন্ধে স্নেহময় অদ্বৈতের কৃপায় রঘুর প্রভুপদ-সঙ্গ ঃ—

তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য-সেবন ।
অতএব আচার্য্য তাঁরে হৈলা পরসন্ন ॥ ২২৫ ॥
আচার্য্য-প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট-পাত ।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত ॥ ২২৬ ॥

প্রভুকে ছাড়িয়া প্রভু-বিরহোন্মত্ত রঘু ঃ—

প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল ।
তেঁহো ঘরে আসি' হৈলা প্রেমেতে পাগল ॥ ২২৭ ॥

পূর্ব্বে বারম্বার পলায়ন-চেষ্টা ও পিতৃকর্ত্তৃক বন্ধন ঃ—

বার বার পলায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে ।
পিতা তাঁরে বান্ধি' রাখে, আনি' পথ হৈতে ॥ ২২৮ ॥

১১ জন প্রহরীর ব্যবস্থা, তজ্জন্য প্রভু-দর্শনাভাবে দুঃখ ঃ—

পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি-দিনে ।
চারি সেবক, দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে ॥ ২২৯ ॥
একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর ।
নীলাচল যাইতে না পায়, দুঃখিত অন্তর ॥ ২৩০ ॥

এক্ষণে প্রভুর শান্তিপুরে আসিতেই পিতৃসমীপে তদ্দর্শন-যাচ্ঞা ঃ—

এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা ।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা ॥ ২৩১ ॥
"আজ্ঞা দেহ', যাঞা দেখি প্রভুর চরণ ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন ॥" ২৩২ ॥

পিতার পুত্রকে প্রভুসমীপে প্রেরণ ঃ—

শুনি' তাঁর পিতা বহু লোক-দ্রব্য দিয়া ।
পাঠাইল বলি' 'শীঘ্র আসিবে ফিরিয়া' ॥ ২৩৩ ॥

শান্তিপুরে আসিয়া প্রহরীবন্ধন-মোচনার্থ চিন্তা ঃ—

সাতদিন শান্তিপুরে প্রভু-সঙ্গে রহে ।
রাত্রি-দিবসে এই মনঃকথা কহে ॥ ২৩৪ ॥

অনুভাষ্য

দ্বয়। ইঁহাদিগের বংশগত উপাধি বিশেষরূপে জানা যায় না, তবে ইঁহারা সৎকুলীন ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম—'হিরণ্য' মজুমদার এবং কনিষ্ঠের নাম—'গোবর্দ্ধন' মজুমদার। গোবর্দ্ধনের তনয়ই শ্রীরঘুনাথ দাস। ইঁহাদের পুরোহিত বলরাম আচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপাপাত্র (অন্ত্য, ৩য় পঃ ১৬৫-১৬৬ সংখ্যা) এবং গুরু-পুরোহিত যদুনন্দন আচার্য্য—শ্রীবাসুদেব দত্তের অনুগৃহীত (অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৬১ সংখ্যা) ; ইঁহাদের সম্বন্ধে অন্যান্য কথা—অন্ত্য, ৩য় পঃ ও ১৬৫, ১৭১-১৭৪,, ১৮৮-১৮৯, ১৯৮, ২০১ ও ২০৬ সংখ্যা এবং অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৭-৩৪, ৩৭-৪০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; প্রভুর শ্রীমুখে ইঁহাদের আচরণ বর্ণন—অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৯৫-১৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সপ্তগ্রাম—ই, আই, আর, লাইনে হুগলী-জেলার অন্তর্গত 'ত্রিশবিঘা' রেলষ্টেশনের সন্নিহিত সরস্বতী-নদীর তটে অবস্থিত প্রাচীন বন্দর ও নগর। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে পাঠানগণ ইহা লুণ্ঠন করে এবং সরস্বতী-নদীর স্রোত রুদ্ধ হওয়ায় ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে এই বহু প্রাচীন বন্দরটি একপ্রকার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কথিত আছে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এখানে পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ ব্যবসায়-সূত্রে অর্ণবপোতে আগমন করিতেন। তদানীন্তন দক্ষিণবঙ্গে সপ্তগ্রাম একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিশিষ্ট নগররূপে প্রসিদ্ধ ছিল। এই নগরে বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বররূপে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন, দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। তৎকালে তাঁহাদের বাৎসরিক খাজনা-আদায় বার লক্ষ মুদ্রা ছিল। আদি, ১১শ পঃ ৪১ সংখ্যায় 'উদ্ধারণ দত্ত'-প্রসঙ্গে অনুভাষ্যের প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য।

২১৮-২১৯। শ্রীমহাপ্রভুর কালে নবদ্বীপ সমৃদ্ধনগর থাকিলেও উহা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের আশ্রিত বিদ্যানুশীলন-রত ব্রাহ্মণেরই বাসস্থল ছিল মাত্র। সেই শুদ্ধবিপ্রগণ হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের প্রতিপাল্য থাকিয়া তাঁহাদেরই প্রদত্ত অর্থ, ভূমি ও গ্রামাদি-দ্বারা অধ্যাপনা ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার অসাধারণ মর্য্যাদা ছিল এবং তাঁহাদিগের মুক্তহস্তে দানবিষয়ে কোনপ্রকার কুণ্ঠতা ছিল না।

'রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব!
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব??' ২৩৫ ॥

প্রভুর বদ্ধজীব-লীলাভিনয়কারী রঘুনাথকে শিক্ষা-দান ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ-প্রভু জানি' তাঁর মন ।
শিক্ষা-রূপে কহে তাঁরে আশ্বাস-বচন ॥ ২৩৬ ॥

যুক্তবৈরাগ্য গ্রহণ ও ফল্গুবৈরাগ্য ত্যাগ করিতে উপদেশ ঃ—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল ।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥ ২৩৭ ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা ।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা ॥ ২৩৮ ॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার ।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ ২৩৯ ॥

প্রভুর বৃন্দাবন হইতে আসিয়া নীলাচলে থাকা-কালে সাক্ষাৎ করিতে আজ্ঞা ঃ—

বৃন্দাবন দেখি' যবে আসিব নীলাচলে ।
তবে তুমি আমা-পাশ আসিহ কোন ছলে ॥ ২৪০ ॥

অহৈতুকী কৃষ্ণকৃপা-প্রভাবেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্যতা ঃ—

সে-ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে ।
কৃষ্ণকৃপা যাঁরে, তাঁরে কে রাখিতে পারে ॥" ২৪১ ॥

প্রভু হইতে বিদায় লইয়া গৃহে যুক্তবৈরাগ্যাচরণ ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল ।
ঘরে আসি' মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল ॥ ২৪২ ॥
বাহ্য বৈরাগ্য, বাতুলতা সকল ছাড়িয়া ।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা ॥ ২৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৮। মর্কট-বৈরাগ্য—হৃদয়ে বিষয়-চিন্তা এবং গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, কিন্তু বাহিরে কৌপীন, বহির্ব্বাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্নগুলি-ধারণ,—এইসকলই 'মর্কট-বৈরাগী'র লক্ষণ।

২৪২-২৪৩। রঘুনাথদাস শান্তিপুর হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়া মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরণ করিতে লাগিলেন। অন্তরেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তিনি বাহিরে কোন বৈরাগ্য-চেষ্টা বা বাতুলতা রাখিলেন না, অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য গৃহ-কার্য্য করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

২৩৬-২৪৪। অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৩-১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩৮। মর্কট-বৈরাগ্য—বাহ্যদর্শনে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট বানর-গণ যেরূপ গৃহাদি অথবা বস্ত্রাদি-বর্জ্জিত হইয়া, বিরাগবিশিষ্ট পুরুষের সহিত 'সমান' বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, অথচ ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাদৃশ 'লোকদেখান' বৈরাগ্যকেই 'মর্কট-বৈরাগ্য' বলে। যে-বৈরাগ্য শুদ্ধভক্তি হইতে তৎসহজাতরূপে উৎপন্ন না হইয়া কৃষ্ণেতরবস্তুর প্রতি কামনার বা বাসনার ব্যাঘাত হইতে জাত, যাহা শুদ্ধভক্তির অনুকূলরূপে যাবজ্জীবন স্থায়ী না থাকিয়া 'ক্ষণিক' বা 'ফল্গু', তাহাই 'শ্মশান-বৈরাগ্য' বা 'মর্কট-বৈরাগ্য'। কৃষ্ণসেবা-কল্পে নিতান্ত অপরিহার্য্য বিষয়ের ভোগ স্বীকারমাত্র করিয়া তত্তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাস করিলে মানব কর্ম্মফলাধীন হয় না। ভঃ রঃ সিঃ—পূর্ব্ব-বিঃ ২য় লঃ-ধৃত নারদীয়-বচন—"যাবতা স্যাৎ স্ব-নির্ব্বাহ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।।" এই শ্লোকের 'স্ব-নির্ব্বাহঃ'-শব্দে শ্রীজীবপ্রভু স্বীয় 'দুর্গমসঙ্গমনী'-টীকায় "স্ব-স্ব-ভক্তিনির্ব্বাহঃ" বলিয়াছেন। পুনরায়, (ভঃ রঃ সিঃ ২য় লঃ পূর্ব্ব-বিঃ ১২৫ ও ১২৬ সংখ্যায়) 'ফল্গু'-বৈরাগ্য—"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং 'ফল্গু' কথ্যতে।।" অর্থাৎ "শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল। 'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।।" 'যুক্ত-বৈরাগ্য',—"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্য-মুচ্যতে।।" অর্থাৎ "আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়সমূহ, সকলি মাধব।।"

২৩৯। মানব-বিশ্বাসে সাধারণতঃ যেরূপ ব্যবহার—সুষ্ঠু, তাহা তাদৃশ লোকসমাজে দেখাইয়া হৃদয়ে প্রাকৃত-বস্তুসমূহের অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্নিষ্ঠ হইয়া ভগবদ্ভক্তি কর ; এরূপভাবে নিষ্কপটহৃদয়ে কৃষ্ণসেবা হইতে থাকিলে কৃষ্ণই তোমাকে সংসারবন্ধন হইতে উদ্ধার করিবেন। "অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার"—এই কথাটী পূর্ব্বোক্ত "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা" কথাটীরই ব্যাখ্যা-মাত্র। নিষ্ঠা—কৃষ্ণনিষ্ঠা অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বস্তুর কামনা বা তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া অহৈতুক-কৃষ্ণানুশীলনে নিশ্চয়যুক্ত অবস্থান। লোক-ব্যবহার,—ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ২য় লঃ ধৃত পঞ্চরাত্র-বচন—"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।"

২৪৩। লোকদৃষ্টিতে বিষয়গ্রহণরাহিত্যরূপ উন্মত্ততা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবার অনুকূলভাবে যথোপযোগী কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথের আচরণে পিতামাতার সুখ, প্রহরি-বেষ্টন-শৈথিল্য ঃ—

দেখি' তাঁর পিতা-মাতা বড় সুখ পাইল ।
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল ॥ ২৪৪ ॥

নিতাই অদ্বৈতাদি সকল-ভক্তসমীপে প্রভুর পুরী হইয়া বৃন্দাবন-গমনে অনুজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

ইঁহা প্রভু এক এক করি' সব ভক্তগণ ।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি যত ভক্তজন ॥ ২৪৫ ॥
সবা আলিঙ্গন করি' কহেন গোসাঞি ।
"সবে আজ্ঞা দেহ'—আমি নীলাচলে যাই ॥ ২৪৬ ॥

ঐ বৎসর পুরীতে যাইতে সকলকে নিষেধাজ্ঞা ঃ—

সবার সহিত ইঁহা আমার হইল মিলন ।
এ বর্ষ 'নীলাদ্রি' কেহ না করিহ গমন ॥ ২৪৭ ॥
ইঁহা হৈতে অবশ্য আমি 'বৃন্দাবন' যাব ।
সবে আজ্ঞা দেহ', তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব ॥" ২৪৮ ॥

শচীর নিকট সদৈন্যে অনুমতি গ্রহণ ঃ—

মাতার চরণে ধরি' বহু বিনয় কৈল ।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা লইল ॥ ২৪৯ ॥

মাতাকে শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে প্রেরণ, পুরী-যাত্রা ঃ—

তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাঞা ।
নীলাদ্রি চলিলা, সঙ্গে ভক্তগণ লঞা ॥ ২৫০ ॥

পুরীতে আগমন ঃ—

সেই সব লোক পথে করেন সেবন ।
সুখে নীলাচলে আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৫১ ॥

জগন্নাথ-দর্শন, সর্ব্বত্র আগমন-সংবাদ-প্রচার ঃ—

প্রভু আসি' জগন্নাথ দরশন কৈল ।
'মহাপ্রভু আইলা'—গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ ২৫২ ॥

ভক্তগণের প্রভু-সাক্ষাৎকার ঃ—

আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা ।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা ॥ ২৫৩ ॥
কাশীমিশ্র, রামানন্দ, প্রদ্যুম্ন, সার্ব্বভৌম ।
বাণীনাথ, শিখি-আদি যত ভক্তগণ ॥ ২৫৪ ॥

সকলকে পূর্ব্ব বৃন্দাবন-যাত্রার বিঘ্ন-বর্ণন ঃ—

গদাধর-পণ্ডিত আসি' প্রভুরে মিলিলা ।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২৫৫ ॥
"বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া ।
নিজ-মাতার, গঙ্গার চরণ দেখিয়া ॥ ২৫৬ ॥
এত মতে করি' কৈলুঁ গৌড়েরে গমন ।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ-ভক্তগণ ॥ ২৫৭ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে ।
লোকের সংঘট্টে পথ না পারি চলিতে ॥ ২৫৮ ॥
যথা রহি, তথা ঘর-প্রাচীর হয় চূর্ণ ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥ ২৫৯ ॥

রামকেলি-গ্রামে রূপ-সনাতনের সহিত মিলন ও তাঁহাদের পরিচয়-বর্ণন ঃ—

কষ্টে-সৃষ্টে করি' গেলাঙ রামকেলি-গ্রাম ।
আমার ঠাঞি আইলা 'রূপ' 'সনাতন' নাম ॥ ২৬০ ॥
দুই ভাই—ভক্তরাজ, কৃষ্ণকৃপা-পাত্র ।
ব্যবহারে—রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র ॥ ২৬১ ॥
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি-বলে পরম প্রবীণ ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন ॥ ২৬২ ॥
তাঁর দৈন্য দেখি' শুনি' পাষাণ বিদরে ।
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিলুঁ দোঁহারে ॥ ২৬৩ ॥

রূপ-সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ ঃ—

'উত্তম হঞা হীন করি' মানহ আপনারে ।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে ॥' ২৬৪ ॥

বিদায়গ্রহণকালে সনাতনের প্রভুকে সতর্কীকরণ ঃ—

এত কহি' আমি যবে বিদায় তাঁরে দিল ।
গমনকালে সনাতন 'প্রহেলী' কহিল ॥ ২৬৫ ॥

বহু বিভিন্ন উদ্দেশ্যবিশিষ্ট লোকসহ বৃন্দাবন-দর্শনের অনৌচিত্য ঃ—

'যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ-কোটি ।
বৃন্দাবন যাইবার এই নহে পরিপাটী ॥' ২৬৬ ॥

অনুভাষ্য

২৪৪। শ্রীরঘুনাথের বাহ্য বৈরাগ্যচিহ্নসমূহ শিথিল দেখিয়া পিতা-মাতার সংসার-প্রবণ-হৃদয়ে বিশেষ আনন্দ দেখা দিল। রঘুনাথের আবরণ- (বেষ্টন) রূপে পাঁচজন পদাতিক, চারিজন ভৃত্য এবং দুইজন ব্রাহ্মণ,—মোট এগার-জনের নিয়োগ আর আবশ্যক বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইল না। তাঁহাকে সংসারে ক্রমশঃ কার্য্যভারাদি গ্রহণ করিতে দেখিয়া প্রহরী-সংখ্যা কমাইয়া দিলেন।

২৬৪। তোমরা প্রাকৃতরাজ্যে 'পরম উত্তম' হইয়াও আপনাদিগকে 'সর্ব্বাধম' বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, তজ্জন্য তোমরা সাক্ষাৎ নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর হইলেও কৃষ্ণ অগৌণে প্রাকৃত-লোকের বহির্দৃষ্টি বা অক্ষজ-জ্ঞানসুলভ বদ্ধজীব-লীলাভিনয়-কারী তোমাদের এই 'সংসার-বন্ধন' (?) মোচন করিয়া স্বীয় নিত্যদাস্যে নিয়োগ করিবেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৫। প্রহেলী—প্রহেলিকা, তর্জ্জা।

তৎসত্ত্বেও প্রভুর লোকসঙ্ঘসহ যাত্রা, পরে সনাতনবাক্য বিচারপূর্ব্বক লোকসঙ্গ-ত্যাগ ঃ—

তবু আমি শুনিলুঁ মাত্র, না কৈলুঁ অবধান ।
প্রাতে চলি' আইলাঙ 'কানাইর নাটশালা'-গ্রাম ॥২৬৭॥
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল ।
সনাতন মোরে কিবা 'প্রহেলী' কহিল ॥ ২৬৮ ॥
ভালমত' কহিল,—মোর এত লোক সঙ্গে ।
লোক দেখি' কহিবে মোরে—'এই এক ঢঙ্গে' ॥২৬৯॥

নিগূঢ় ভজনস্থল বৃন্দাবনে অতি অন্তরঙ্গ মর্ম্মী ভক্ত ব্যতীত বহিরঙ্গ লোকের অনধিকার ঃ—

'দুর্ল্লভ' 'দুর্গম' সেই 'নির্জ্জন' বৃন্দাবন ।
একাকী যাইব, কিবা সঙ্গে একজন ॥ ২৭০ ॥

পূর্ব্ব মহাজন মাধবপুরীর একাকী বৃন্দাবনে গমন ঃ—

মাধবেন্দ্রপুরী তথা গেলা একেশ্বরে ।
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ হইল তাঁরে ॥ ২৭১ ॥

প্রভুর বহু লোকসঙ্ঘে অনাদর ঃ—

বাদিয়ার বাজি পাতি' চলিলাঙ তথারে ।
বহু-সঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে ॥ ২৭২ ॥
একা যাইব, কিবা সঙ্গে ভৃত্য একজন ।
তবে সে শোভয় বৃন্দাবনের গমন ॥ ২৭৩ ॥
বৃন্দাবন যাব কাঁহা 'একাকী' হঞা !
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাঞা ! ২৭৪ ॥

বৃন্দাবন-গমন ত্যাগপূর্ব্বক প্রভুর পুনরায় গঙ্গাতটে আগমন ঃ—

ধিক্, ধিক্ আপনাকে বলি' হইলাঙ অস্থির ।
নিবৃত্ত হঞা পুনঃ আইলাঙ গঙ্গাতীর ॥ ২৭৫ ॥

অল্পভক্তসহ পুরীতে আগমন ঃ—

ভক্তগণে রাখিয়া আইনু স্থানে-স্থানে ।
আমা-সঙ্গে আইলা সবে পাঁচ-ছয়-জনে ॥ ২৭৬ ॥

সকলের নিকট নির্ব্বিঘ্নে বৃন্দাবন-গমনে যুক্তি-যাচ্ঞা ঃ—

নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাইব বৃন্দাবনে ।
সবে মেলি' যুক্তি দেহ' হঞা পরসন্নে ॥ ২৭৭ ॥

পরিত্যাগ-ক্ষুব্ধ দুঃখিত গদাধরকে প্রণয়-তোষণ ঃ—

গদাধরে ছাড়ি' গেনু, ইঁহো দুঃখ পাইল ।
সেইহেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥" ২৭৮ ॥

প্রভুপ্রতি দক্ষিণা-ভাবযুক্ত পণ্ডিতের সদৈন্য-প্রেমোক্তি ঃ—

তবে গদাধর-পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
প্রভু-পদ ধরি' কহে বিনয় করিয়া ॥ ২৭৯ ॥

যেস্থানে প্রভু, সেই স্থানই বৃন্দাবন, বৃন্দাবন ব্যতীত কৃষ্ণের মধুরলীলা নাই ঃ—

"তুমি যাঁহা-যাঁহা রহ, তাঁহা 'বৃন্দাবন' ।
তাঁহা যমুনা, গঙ্গা, সর্ব্বতীর্থগণ ॥ ২৮০ ॥

লোকশিক্ষার্থই প্রভুর বৃন্দাবনে গমন ঃ—

তবু বৃন্দাবন যাহ' লোক শিখাইতে ।
সেই ত' করিবে, তোমার যেই লয় চিত্তে ॥ ২৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭২। বাদিয়া অর্থাৎ বেদেগণ বাজি করিবার জন্য স্থান পাতিলে যেরূপ লোকসংঘট্ট হয়, সেইরূপ লোকসংঘট্ট লইয়া যে আমি বৃন্দাবন যাইতেছি, ইহা ভাল নয়।

অনুভাষ্য

২৭১। মধ্য, ৪র্থ পঃ ২০-৩৩ সংখ্যা এবং ১৭২ ও ১৭৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮০-২৮১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইতঃপূর্ব্বেই রথাগ্রে নর্ত্তন-কালে স্বগণ-মধ্যে নিজভাব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর হৃদয়ই শ্রীরাধাকান্তের লীলাভূমি বৃন্দাবন ; তথাপি লোকশিক্ষার জন্য তিনি প্রপঞ্চোদিত ভৌম-বৃন্দাবনে গমন করেন। প্রাকৃত দৃষ্টিযুক্ত বিষয়ভোগমত্ত সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, ভৌম-বৃন্দাবন—অপ্রাকৃত নহে, ইহা অন্য জড়দেশ-সদৃশ ভোগরত ইন্দ্রিয় ও ভোগোপকরণ অর্থের সাহায্যে গম্য স্থানবিশেষ। যেরূপ অপরাপর তাদৃশ জড়বস্তুর সঙ্গপ্রভাবে জড়ভাবসমূহ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-ভোগ্যজ্ঞানে বা জড়বুদ্ধিতে 'বৃন্দাবন' (?) দর্শন করিতে গেলে, কোন পারমার্থিক নিত্য মঙ্গল অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান-শ্রীকৃষ্ণসেবা হয় না, উহা "মোর মন—বৃন্দাবন" এই শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে ও "আহুশ্চ তে" এই শ্রীভাগবত-পদ্যে প্রমাণিত হইয়াছে। (ভাঃ ১০।৮৪।৮)—"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।" বাস্তবিক জড়-লোককে শিক্ষা দিবার জন্যই মহাপ্রভু ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাস্থল বৃন্দাবন-গমন-দর্শনাদি লীলা আচরণ করিয়াছেন ; বদ্ধজীব তাহা ভুলিয়া বৃন্দাবনকে প্রপঞ্চের অন্যতম 'বিষয়-ভোগক্ষেত্র' বলিয়া মনে করিলে, তাহার মহাপ্রভুর শিক্ষার সহিত বিরোধ করা হইবে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ যে-প্রকার শ্রীধামের ধারণা করিয়া আপনাদিগকে 'ব্রজবাসী' বা 'ধামবাসী' বলিয়া অভিমান বা প্রচার করিয়াও প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় বৃন্দাবন-বাসের পরিবর্ত্তে স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণক্ষেত্র ঘোর সংসারেই বাস করিয়া জঞ্জাল বৃদ্ধি করেন, শুদ্ধভাগবতগণের তাদৃশ ভাব বা ধারণা নাই। শ্রীদামোদরস্বরূপ নিত্য ব্রজবাসী হইলেও তাঁহার চরিত্রে ভৌম-বৃন্দাবনে যাইবার প্রসঙ্গ শুনা যায় নাই ; শ্রীপুণ্ডরীক

বর্ষার চারিমাস পুরীতে থাকিতে অনুরোধ ঃ—

এই আগে আইলা, প্রভু, বর্ষার চারিমাস ।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস ॥ ২৮২ ॥

পরে স্বতন্ত্র প্রভুর যথেচ্ছ যাইতে ভক্তগণের অনাপত্তি ঃ—

পাছে সেই আচরিবা, যেই তোমার মন ।
আপন-ইচ্ছায় চল, রহ,—কে করে বারণ ॥" ২৮৩ ॥

সকল ভক্তেরই ঐ প্রার্থনা ঃ—

শুনি' সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে ।
"সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে ॥" ২৮৪ ॥

সকলের ইচ্ছামতে প্রভুর চারিমাস পুরীতে অবস্থান ঃ—

সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা ।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥ ২৮৫ ॥

টোটায় নিজগৃহে পণ্ডিতের প্রভুকে ভিক্ষাদান ঃ—

সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ ।
তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ২৮৬ ॥

পণ্ডিতের প্রেম ও প্রভুর তদ্‌বশ্যতা—
মর্ত্ত্যজীবের অচিন্ত্য ঃ—

ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন ।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন ॥ ২৮৭ ॥
এইমত গৌরলীলা অনন্ত, অপার ।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কথন না যায় বিস্তার ॥ ২৮৮ ॥

সাক্ষাৎ অনন্তেরও গৌরলীলার অন্ত
পাইতে অসামর্থ্য ঃ—

সহস্র-বদনে কহে আপনে 'অনন্ত' ।
তবু এক লীলার তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥ ২৮৯ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৯০ ॥

ইতি শ্রীচৈতনচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্গৌড়গমন-বিলাসো নাম ষোড়শ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

বিদ্যানিধি, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীশিখি মাহাতি, শ্রীমাধবী দেবী, শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভৃতিরও তাদৃশ যাত্রা কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। পরন্তু শুদ্ধভক্তিবিহীন বহু প্রাকৃত-সহজিয়া, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষীরও ভৌম-বৃন্দাবনে বাস, দর্শন বা গমনাদির প্রসঙ্গ সাধারণ লোকমুখে আখ্যাত হয়। শ্রীধামে বাস ভক্তিহীনের নিকট স্বর্গাপবর্গদায়ক বা পাপ-পুণ্য-বৈরাগ্য-প্রাপ্য-ফলপ্রদ হইলেও "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তি-বিলোচনেন" শ্লোকের অভিপ্রেত দিব্য-নির্ম্মল-নেত্রযুক্ত শুদ্ধ-ভক্তেরই অপ্রাকৃত শ্রীধাম-বৃন্দাবনে বাস—যথার্থ ও সত্য ; পরবর্ত্তিযুগে খেতরি-গ্রামে ঠাকুর নরোত্তম, যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও তৎপরবর্ত্তি-যুগে গৌড়-দেশে শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, কালনায় শ্রীভগবান্‌দাস, নবদ্বীপধামে শ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ, কলিকাতায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীনামৈকনিষ্ঠ ভক্তগণ অবশ্যই শ্রীবৃন্দাবন ব্যতীত অন্য ধামে কখনও বাস করেন নাই।

ইতি অনুভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮৭। গদাধর-পণ্ডিতের নিকট প্রভুর ভিক্ষাকালে পণ্ডিতের যে স্নেহ এবং প্রভু যে সেই স্নেহযুক্ত প্রসাদান্ন আস্বাদন করেন—এই দুই বিষয়ই মনুষ্যের শক্তিতে বর্ণন করা যায় না।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।